জৈন ধর্ম

পালি ও প্রাকৃত সাহিত্য

ডঃ অপন্না প্রধান

বিষয় সূচী

॥ পালি সাহিত্য ॥

১. ধর্ম সাহিত্য

২. ত্রিপিটকেতর পালি সাহিত্য

॥ প্রাকৃত সাহিত্য ॥

৩. জৈন আগম সাহিত্য

৪. আগমতর জৈন সাহিত্য

৫. কাব্য

৬. নাট্য সাহিত্য

॥ অনুক্রমণিকা ॥

পালি সাহিত্য - লেখক সূচী

- গ্রন্থ সূচী

প্রাকৃত - লেখক সূচী

- গ্রন্থ সূচী

সহায়ক গ্রন্থ সূচী

১. ধর্ম সাহিত্য

বুধঙ্ক সমস্ত উপদেশ মৌখিক । সেগুডিক তাঙ্ক শিষ্যমানে মনে রখুথিলে । এই উপদেশ গুন পরে সংকলন করাযিএ ত্রিপিটক ভাবরে খ্যাত ।ত্রিপিটক অর্থাত তিনটি পরস্ত থাকবা পেটিকা , কারণ এহা তিনটি ভাগরে বিভক্ত যথা সুত, বিনয় ও অভিধম পিটক । ত্রিপিটক শ্রীলঙ্কার থের বাদাঙ্ক মুখ্য গ্রন্থ । পরস্করানুসার এহার সংকলন ও সংগায়ন ভগবান বুধঙ্কর মৃত্যু পর খ্রী:পূ ৪৮৩তে রাজগৃহ প্রথম সংগীত সভা হএছিল। বৈশালি নিবাসী বৃজিপুত্রভিক্ষুকরা বিনয়র বিরুধাচরণ করল । ফলতঃ এহার সুব্যবস্থা নিমিত প্রথম সংগীত প্রায় এক শহ বর্ষর পরে বৈশালি নগরতে দ্বিতীয় সংগীত অনুষ্ঠিত হল ।এহা মহাকবির রেবত তথা সর্বকামী মুখ্য ছিল । তৃতীয় সংগীত অশোক (খ্রী:পূ ২৬৪-২২৭) ষফ্যণাক্রমে অনুষ্ঠিথ হল । এই সংগীতর পিটক গুন এক প্রকার পূর্ণ্এ্ঁরূপ মিলে । এই গান গুন স্বতপিটক ।তিসস বৌদ্ধ সংঘর প্রবিষ্ট ঁডউ ঙ্যশড়্থ ধারণা নিরাকরণ মধ্য করল । এহার অন্য এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা হল সংগীত গৃহিত প্রস্তাব অনুসার বহু পডোশী রাজ্যকে বৌদ্ধ ধর্মর প্রচার নিমিত প্রচার করাগেল । এই পরংপরা অনুসার অশোক পুত্র মহিদ (মহেন্দ্র) ধর্ম প্রচার জনে শ্রীলঙ্কা গেল ।সে নিজে সাথে খ্যতফটককে মধ্য নিল ।

দীর্ঘকাল ধরে শ্রীলঙ্কাতে ত্রিপিটকর মৌখি পরস্করা চলে এসেছিল

। কিন্তু দীপবর্সতথা মহাবর্স অনুসার বটগমিনী রাজত্বকালতে (খ্রী:পূ ২৯-১) অটঠ অর্থ কথা সহিত তাকে লিপিবদ্ধ কল ।সমস্ত ত্রিপিটক মূল বুধ বচন , এহার মতভেদ হএ । এহার কত কথা পুরুণ আচার্য্যরা স্বীকার করে । কিন্তু একথা নিঃসন্ধেহতে বলাযাতে পারেযে এহার মূল বুধবচন পূর্ণরূপে সুরক্ষিত ।সূত্র গুনর শৈলী অত্যধিক সজীব সজীব । অর্থাত এক সময়তে ভগবান বুধ শ্রাবস্তা অনাথ পিণ্ডিতে আরামকরে কেতবনতে বিহার করছিল । উপদেশ অবসরতে জুন প্রশ্নউত্তর হএছিল তা সম্বন্দতে সুন্দর সূত্রমিলে । যথা - অভিকন্তং ভো গোতম্ ,অভিকন্তং ভো গোতম্ ,সেয়, য়-থাপি ভো গোতম, নিজকুজিতং বা উককুজেয়, পটিচ্ছন্নং বা বিদারেয়ম, মুলহসসবা মগগং আচিকখেয়, অন্ধকার বা তেলপজেতং , ধারয়, চকখুমন্ত রূপানি দকখন্তাত.....। অর্থাত হে গৌতম ! আপণ ভল কহিলে । যেমন ওলটাকে সিধাকরেদিলে আবৃতকে আবরণ মুক্ত করে, পথহরাকে পথ প্রদর্শন করে, অন্ধকারতে তেলর দিপালি জলে যাতে চোকথাকবা ব্যক্তি রূপকে দেখতেপারে ।

সাধারণতঃ সব সুত্র গদ্যতে লিখাআছে , এগুণ ভাষাপূর্ণ ।ভোগবাদতে নিন্দা করে বুধ বলে -

.....য়ো চায়ং ভিকখবে ! কামেসু কামসু মুখল্লকিোনুয়োগী হীনো, গম্মী পোথুজনিকো, অনরিয়ো, অনতথ সংহিতা.....। অর্থাত-ভিক্ষুকরা যারা খাঅ-পিঅ মউজ করে অবলম্বী তারা বুঝতে হবে যে এহা দান, গ্রাম্য , অনার্য্য ও অনর্থক মধ্য .....

সুত পিটক

সুত পিটক কথামাধ্যতে বুধ প্রদত উপদেশ সংগ্রহ করল । এইটি সারপুত কথা মোগলান আদি দ্বারা উপদিষ্ট কত সূত্র মিলে যাহার ভগবান বুধ শেষ করে । সুতপিটক নিকায় বিভক্ত । যথা (১) দীর্ঘনিকায়, (২)ঢ়খত্ঝম নিকায় , ৩)সংয়ুতনিকায়, (৪) অঙ্গুতর নিকায় , (৫)খুদক নিকায়১২টি গ্রস্থর বিভক্ত । যথা খুদক পাঠ, ধম্ম্মপদ, উদান , ইতিবৃত, সুতনিপাত , বিমানবতথু, যেতবততু , থেরগাথা, জাতক, নিক্কেশ, পটিসমভিদা মগম, অপদান, বুধবংস ও চরিয়াপিটক ।

সূত্র অনুসার এহাকে ৫ ভাগতে বিভক্ত করাগেছে । বড বড সূত্র সংগ্রহ করে দীর্ঘকায় রাখাগেছে । দীর্ঘনিকায়র উদৃত ব্রহ্মজাল সূত ও সয়ত নিকায় রহেছে । পালির প্রসিধ বিদ্বান আর.ও ফ্রাকেঙ্ক মততে “D is a homogeneously conceived literary work” (অর্থাত , দীর্ঘনিকায় এক ক্রমবধসাহিত্য রচনা ।) কিন্তু এই মত সহ অধিকাংস সমালেচক একমত নই ।এই নিকায়র ষোডশ মহাপরিনিববান (মহাপরি-নির্বাণ) সুত অত্যধিক মহত্বপূণ্র্ঞ । এই বুধদেব জীবন শেষ সপ্তাহ ঘটণাবলী বণ্র্ঞতি । এই সুত সংখ্যা ৩৪ ও এহা নিম্নক্ত তিন ভাগতে বিভক্ত । সালকন্দ বগম (১-১৩) মহাবগম(১৪-২৩) ও পাটিকবগম (২৪-৩৪)

মজঝিম-নিকায় আকার সূত্রবলী রহেছে ।এই সূত্র সংখ্যা ১৫২ ও এহাতিন ভাগতে বিভক্ত । প্রত্যেক ভাগ ৫০ সূত্র বিশিষ্ট

।মূলপণণাস(১-৫০) মজঝিম পণণাস (৫১-১০০)ও উপরিপণণাস(১০১-১৫২) । এহার কতিপয় সূত্র যথা (৮২তম), মখাদেব(৮৩তম) তথা অসলায়ণ(৯৩তম) অত্যন্ত সুন্দর।

সংয়ুত তথা অংগুতর নিকায় বস্তুতঃ অন্য নিকায়গুন পূরকরূপ মাত্র । এই দুইনিকায় থিকে সয়ুত নিকায় ছোট বড দুই প্রকার সূত্র সংগ্রহ করাগেছে ।এহা পাঞ্চ বর্গ বিশিষ্ট ।যথা : সগাথবর্গ, নিদানবর্গ, স্কন্দবর্গ, ষডায়ত বর্গ ও মহাবর্গ । সংয়ুত নিকায়র সর্বাধিক প্রসিধ সুত ধমচকক পবতন সম্যক সয়ুত হেবাপর বুদ্ধর প্রথম উপদেশ ।এই সংযুক্ত সংখ্যা ৫৬ ও সুতগুন সংখ্যা ২৮২৯ ।

অঙ্গুতর নিকায় একক নিপাত , দ্বিক নিপাত, তিকনিপাত আদি এগারটি নিপাত রহেছে । এক ধর্মবোধক সূত্র ও উপদেশবোধক সূত্র ভাবে পরিচিত ।

খুদ্ধক নিকায় সূত্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সূচকর সমাহার মাত্র ।এইটি বিভিন্ন প্রকার গ্রন্থর সমাহার রহেছে । এই গ্রন্থর সম্বন্ধ মধ্য শ্রীলঙ্কা , বর্মা তথা শ্যাম বৌদ্ধ একমত নই । এই নিকায়ান্তর্গত ১৫টি গ্রন্থ সূচী শ্রীলঙ্কা বৌদ্ধ অনুসার ।

১॥ খুদ্ধক পাঠ - এইটি নঅটি সূত্র বিশিষ্ট । এহাকে বৌদ্ধরা প্রত্যহ পাঠ করে । এহার ষষ্ঠ তথা নবম (মংঙ্গল, রতন তথা মেত) সূত্র সুতনিপাততে মিলে । এহার ৭ম সুত তিরোকুড সুত প্রেত সম্বন্দীয় । এহি পদ সিংহলি ও ব্রহ্মদেশ সংস্কার কালতে

পাঠ করাযাএ ।

২॥ ধম্মপদ - ৪২৩ প্রসিদ্ধ গাথা সংগ্রহ । এই বিষয়নুসার ২৬টি বর্গতে বিভক্ত । গীতা মতন বৌদ্ধ দেশমধ্য প্রাধান্য আছে । বিশ্বর সমস্ত ভাষা এহা অনুদিত । গাথাগুন মুখ্যতঃ বুদ্ধর কার্য্যাবলী সম্বন্দীয় । বুদ্ধ গোষ অনুসার এই গাথাগুন ধর্মপদেশ ভাবে বুধদেব নিজে শিষ্যবৃন্দ ও জনসমূহ কাছে উপস্থাপনা করেছিল ।

৩॥ উদান - এইটি ভগবান বুদ্ধ নিসৃত উদৃত প্রতিবাক্যর সংগ্রহ মাত্র । এগুণ গাথা রূপে উদ্ধিষ্ট । এহার সংখ্যা ৮০ ও ৮টি বর্গতে বিভক্ত ।

৪॥ ইতিবুতক - এইটি ১১২টি সুত বিশিষ্ট । এহা ভগবান বুদ্ধ মুখনিঃসৃত প্রতিবাক্য সংগ্রহ ।

৫॥ সুতনিপাত এইটি পালি সাহিত্যর প্রাচীনতম গ্রন্থ । এহার প্রথম চারটি বর্গ ৫৪ সুত বিশিষ্ট ।পারায়ণম পাগল ব্রাহ্মণ ভগবান বুদ্ধ সব প্রশ্ন জিগেস করেছিল ।

৬॥ বিমানবতথুও ॥ ৭॥ পেতবতথু : এহার সংকলন তৃতীয় সংগীত সভা পূর্বতে করাগেছল । বিমানবততে ৮৩টি কথা রহেছে ও এ গুন ৭টি বর্গতে বিভক্ত । পেতবতথুতে ৫০টি কথা রহেছে ।এগুন ৪টি বর্গতে বিভক্ত ।

৮॥থের গাথা ॥ ৯ ॥ থেরী গাথা : এইটি অধিকাংশ পদ অত্যন্ত প্রাচীন । এগুণ কুনু এক ব্যক্তির রচনা নই , কারণ এইটি রূপতার অভাব রহেছে । থের গাথাতে ১২৭৯ তথা থেরী গাথাতে ৫২২টি গাথা রহেছে ।

১০॥ জাতক ॥ জাতক অর্থ হছে জন্ম সম্বন্দীয় । সম্যক সমৃদ হবা পূর্বতে ভগবান বুদ্ধ বোধিসত্ব ছিও । বোধিসত্ব অর্থ বুধত্ব নিমিত প্রয়ত্নশীল প্রাণী ।

জাতকতে বেধিসত্বতে ৫৪৭ জন্মর উল্লেখ রহেছে ঃ থ্যফটকতে জুন জাতক সমাবেশ রহেছে তাই কেবল গাথা সংগ্রহ । অটঠ কথা ব্যতীত কেবল গাথাতে জাতক কথাবোধ হএনা । এই নিদান কথাতে গৌতম বুদ্ধ জীবন চরীত্র সহ পূর্বতে ২৭ জণা বুদ্ধর জীবন চরীত্র রহেছে ।এইটি প্রতীত হএযে এহা বুদ্ধর আনীত ।

জাতক কথা তিনি ভাগতে বিভক্ত - (১) দুরে নিদান (২) অবিদূরে নিদান ৩) সন্তিকে নিদান । বোধিসত্ব জবে তপস্বী জন্ম গ্রহণ করল ভগবান চরণে জীবন সমর্পতি করল । সেই সময়তে আরস্ক করে বেসসন্ত শরীর ত্যাগ তুষিত স্বর্গলোক উত্পন পর্য্যন্তকে নিদান বলাযাএ । তুষিত লোকর চু্যত হএ মহামায়া দেবী গর্ভতে উত্পন্ন হএ বুদত্ব প্রাপ্ত পর্য্যন্ত কথাকে অবিদূর নিদা বলাযাএ ঃ

জাতকর সমস্ত গাথা কুনু এক ব্যক্তির কৃতিরূপে প্রতীত হএনা ।গাইগর ২১ পৃষ্ঠাতে এহার ভাষা ও শৈলী গদ্যপদ্য মিশ্রিত ।

১১॥নিক্কেশ - এহা সুতনিপাতর ভাষ্য যাহার কথা হছে সারিপুত ।

১২॥পটিসম্ভিদামগগ - অরহন্ত দ্বারা প্রাপপ্ত লিখা আছে ।

১৩॥ অপদান - পদ্যবধ কথাগুন সংগ্রহ । এইটি বৌদ্ধ পূর্বজন্মর শুভকর্ম বর্ণ্এ্ঞনা আছে । ত্রিপটক - সাহিত্যর পরবর্ত্তকিাল রচনা , কিন্তু সংস্কৃত লিখা সাহিত্য অতি প্রাচীন ।

১৪॥ বুধবংস - এইটি ২৮ কাণ্ড বিভক্ত এহিটি ২৪ জণা অতীত বচদ্ধ কথা বর্ণ্এ্ঞত ।

১৫॥ চরিয়া পিটক - পদ্যবধ ২৫টি জাতক সংগ্রহ । বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত করবা পূর্বতে বোধিসত্ব অবস্থা কত প্রকার দশটি পারমিতা পূর্ণ্এ্ঞ করেছিল , এগুণ বুদ্ধ দ্বারা কথিত । এইটি কবিত্বর অভাব স্পষ্ট পরিলিখিত । মহাশয় মতানুসার এহার রচয়িতা কুনু প্রবির হতেপারে ।

বিনয় পিটক

বিনয় পিটক সংঘ সংচালন সম্বন্দীয় নিয়ামাবলী ও বৌদ্ধ সন্যাসী নীতিনিয়ম বর্ণ্এ্ঞতি । সংক্ষেপতে এহাকে শশসন সম্বন্দীয় , নিয়ম কানুন কহিলে অতচ্যক্ত হবেনা । বিনয় পিটক নিম্নলিখিত বিভাগ রহেছে -

১) সুতবিভঙ্গ - ক) পারাজিক খ) পাচিতিয়

২) খন্দক - ক) মহাবগগ খ) চুল্লবগ

৩) পরিবার

১) সুতবিভঙ্গ - সুতবিভঙ্গ বস্তুতঃ “পাতিমোকখ সূত

”(প্রাতিমোক্ষ সূত্র) র ব্যাখ্যা মাত্র ।এইটি ভিকখুপাতিমোকখ তথা ভিকুখুনী পাতিমোকখর উল্লেখ করাগেছে । এই দুটি বিনয় পিটকর প্রামাণিক অঙ্গ ।উপোসিত , দিবসতে সংঘ উপোসথাগরতে একত্রিত হএ কুনু স্থান বিশেষ রহিবা ভিক্ষু ও ভিক্ষুণি পাতিমোকখর নিয়ম আবৃত করবা আবশ্যক । এইটি অপরাধ স্বীকরণ সম্বন্দীয় নিয়ম রহেছে । অপরাধ মধ্য গুরুত্ব অনুসার বিভক্ত - যথা : পারাজিকধম ও অন্যটি সংঘাদিসেসধম । সুতবিভাগ দুই প্রকার যথা : পারাজিক ও পাচিতিয় । ভিকখুপাতিমোকখ তথা ভিকখুনী পাতিমোকখ শিক্ষাপদ সংখ্যা ২২৭।

২. খন্ধক - বাস্তবতে সুতবিভঙ্গর পরিপূরক । এইটি ভিক্ষুকদের দৈনিক জীবন সম্বন্দীয় নিয়মাবলী লিখাগেছে ।খন্দক আবার দুই ভাগতে বিভক্ত যথা : মহাবগগ ও গুল্লবগগ । মহাবগগ ১০টি খন্দক (স্কন্দক)রহেছে । প্রথম মহাস্কন্দতে বুদ্ধর বুদ্ধত্ব লাভ, শিষ্য উপাধ্যয়তা কর্তব্য তথশ উপসস্কদাদি সম্বন্দীয়বিচার বিমর্ষ রহেছে । দ্বিতীয়টি : উপোসথ - স্কন্দক উপোসথ এবং প্রতিমোক্ষর বিধান এবং আবৃতি আদি সম্বন্দীয় নিয়ম , তৃতীয় “বর্ষোপনায়িকা স্কন্দক” , চতুর্থ “প্রকারণা স্থান ” , পঞ্চম “ধর্মস্কন্দক” র চরণ পাদুকা জোতা পিন্দিবা নিয়ম, ষষ্ঠ “ভেষজ স্কন্ধক ” তে ঔষধ সম্বন্ধীয় সপ্তম “কঠিন স্কন্ধক ” বস্ত্র সম্বন্ধীয় নিয়ম বণ্িঞত । অষ্টম “জীবন স্কন্ধক ”তে কর্ম-অকর্ম এবং নিয়ম বিরুধ তথা নিয়মানুকূল দণ্ড সম্বন্ধীয় ব্যবস্থা । দশম “কৌশম্বক স্কন্ধক” কৌশাদা বিহার করছিল ।

অভিধর্ম পিটক

সুত পিটক উপদিষ্ট সিধান্ত আধার উপরে বস্তুতঃ অভিধম্ম পিটক বিকাশ লাভ করেছে । নিম্নোক্ত ৭টি গ্রন্থ এহার অন্তর্গত :

১) দম্মসংগিনী ২) বিভঙ্গ ৩) কথাবতথু ৪) পুগগলপঞ্ঞতি ৫) ধাতুকথা অথবা ধাতুকথাপকরণ সমক ৭) পটঠানপপাকরণ অথবা মহাপটঠান ।

এগুন বৌদ্ধ ধর্মর দর্শন গ্রন্থ বলাযাএ । কিন্তু এগুন ব্রাহ্মণ দর্শন গ্রন্থ মতন নই ।বৌদ্ধ ধর্ম আত্মা র অস্তীত্বকে স্বীকার করেনা । তার অনুসার মনুষ্য চিত ও শরীরর সংঙ্গি মাত্র ।শরীরকে রূপ বলাযাএ ও চিত চারটি আকার আছে যথা : বেদনা, সংঙ্গা, সংখ্যার, বিজ্ঞান ।এই ধর্ম বর্গীকরণ মধ্য চারটি ভাগ করাগেছে । এ সংপর্কতে নিম্নোক্ত গাথা উল্লেখযোগ্য -

“তথথ বৃতভি চরুধা পরত অতো
চিত চেতসিক রূপং নিববাসনমিত সববথা ” ॥

অর্থাত পরমার্থ দৃষ্টিতে অভিধর্মর চারটি বিষয় - ১) (কুনু বস্তুকে জাণবা মতন) চিত ২) (চিত সহ সংযুক্ত রাখবা) চৈতসিক ৩) (বিকার স্বভাব) রূপ ৪) (তৃষ্ণা বিমুক্ত) নির্বাণ ।

ত্রিপিটকেতর পালিসাহিত্য

প্রথম যুগ : (ত্রিপিটকর সমাপ্তীথিকে পঞ্চম শতাব্দী পর্য্যন্ত

দ্বীতীয় যুগ : ৫ম শতাব্দীথিকে একাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত)
তৃতীয় যুগ : দ্বাদশ শতাব্দীর আধুনিক যুগ পর্য্যনন্ত ।
প্রথম যুগ
ভারতীয় পরংপরানুসার মহিন্দ(মহেন্দ্র) আপণর সিংহল (শ্রীলঙ্কা) যাত্রাকালতে ত্রিপটক তথা অটঠ কথা নিএছিল । এই অটঠ কথা সাহিত্য আদর বুধ ঘোস আপণার অটঠ কথা লিখেছিল ।এগুন দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত শ্রীলঙ্কাতে প্রচলিত ছিল ।বুদ্ধ ঘোষ অনুসার এগুন প্রাচীন সিংহর ভাষা ।

বুদ্ধ ঘোষ কৃতি মুখ্য আধার ছিল মহা-অটঠ কথা । এছাডা সে মহাপচিচরী তথা কুরণ্ডী অটঠ কথা মধ্য সাহায্য নিএছিল ।সধম সংগ্রহ ১৫ শতাব্দী অনুসার সুতপিটক মহা অটঠ কথা ।

বুদ্ধ ঘোষ পূর্বতে দুটি পুস্তক - নেতিপকরণ অথবা নেতি এবং টেতীপদেশ বর্মা ত্রিপিটকান্তর্গত বোলে মানে । এগুন নাম হিঁ স্পষ্ট বুঝাএ ।বহু বিসৃত বিবরণী স্পষ্ট হএ যে মিলিন্দ প্রশ্ন সংস্কৃততে প্রথমে লিখিত ও পরে পালি সাহিত্য তথা চীন ভাষাতে এহা অনুবাদ করাগেল । বিলিন্ধ প্রশ্ন ছঅ ভাগতে বিভক্ত : ১) পূর্বয়োগ ২) মিলিন্দ প্রশ্ন ৩) লক্ষণ প্রশ্ন ৪) মেণ্ডক প্রশ্ন ৫) অনুমান প্রশ্ন ৬) উপমা কথা প্রশ্ন । আবার বিলিন্দ প্রশ্ন দুইটি ভাগতে রহেছে যথা : লক্ষণ ও বিমতিছেন্দন ও মেণ্ডক প্রশ্ন মহাবর্গ ও যোগী কথা ।
দ্বীতীয় যুগ

পালি সাহিত্যর দ্বীতীয় যুগ আরম্ভ ত্রিপটকর অটঠ কথা থিকে । পালি অট কথা সংহলী লিখিত অটঠ কথা রহেছে । এই অটঠ কথা প্রণেতা আচার্য্য বুধ ঘোষ ।শ্রীলঙ্কা রাজা মহানাম ৪৫৮-৪৮০ শাসনকাল ভারতকে সে সিংহল যাত্রা কল । অনুরাধাপুর মহাবিহার সে ত্রিপটক তথা অটঠ কথাগুণ গম্ভীর তাত্বী - অধ্যয়ন কলে ও পরে পালি অটঠ কথাগুন প্রণয়ন জনে প্রবৃত হল । সে নিম্নক্ত অটঠ কথা লেখক :

১) বিনয় পিটক - ১) সমন্ত পাসাদিকা বিনয় পিটকর অটঠকথা ।

২) কংখাবিতরণী- পাতি ভোকখর অটঠ কথা ।

২) স্বতপিটক -৩) সুমঙ্গল বিলাসিনী - দীর্ঘনিকায়র অটঠ কথা ।

৪) পঞ্চএঞ্চ সুজনী - মজটি মনিকায়র অটঠ কথা ।

৫) সারথপকাসিনী - সংযুক্ত নিকায় অটঠ কথা ।

৬) মনোরথ পূরণী - অঙ্গৃতির নিকায়র অটঠ কথা ।

৭) পরমতথজোতিকা - খুব্দকনিকায়র খুদ্দকপাঠ তথা সুত নিপত অটঠ কথা

৮) অটঠ সালিনী - ধম্মসংগিনীর অটঠ কথা ।

৯) সম্মেহ বিদোধনী - বিভঙ্গ অটঠ কথা

১০) পঞ্চপকরণ অটঠ কথা - অভিধম্ম পিটকর ধাতুকথা , পুগলপিঞতি, পটঠানাপকরণ অটঠ কথা

অভিধম্ম পিটক অটঠ কথা সামান্যরূপ পরামতথ কথা নামতে অভিহিত করাযাএ । এতদ ব্যতিত জাতক, ধম্মপদ তথা অপাদান অটঠ কথা প্রণেতা বুধ ঘোষ বোলে বলাযাএ ।কথিত আছে যে সিংহল যাবা পূর্বতে সে জ্ঞাণোদয় অটঠ সালীনি প্রণয়ন ভার নিএছিল ।

জাতক ও জাতকটঠ কথা :

ত্রিপটক জুন জাতক (গ্রন্থ) উদ্ধিষ্ট তাই কেবল গাথা সংগ্রহ মাত্র । যেমন ধম্মপদ ও ধম্মপদ অটঠ গাথা দুটি ভিন্ন রচনা ঠিক সেমন জাতক ও জাতকটঠ কথা পৃথক রচনা । ধম্মপদ অর্থ যেমন ধম্মপদ অযঠ কথা ব্যতীত অসংপূর্ণঞ বোধহএ । ঠিক সেমন জাতক কটঠ কথা বিনা জাতক মূল্য অসংপূর্ণঞ ।

জাতক কেবল ভগবান বুধ পূর্ব জন্ম সম্বন্দীয় গাথা ভরপুর । জাকটঠকথা তে অটঠকথা সহিত প্রকৃত জাতক কথা আরস্ক হবা পূর্বতে নিদান কথা নামক এক লম্বা উগোদঘাত রহেছে ।এইটি সিদ্ধার্থ গৌতম বুধ জীবন চরতি সহ তার পূর্ব ২৭ বুধ জীবন চরিত রহেছে । এই বুধবংশ পতীত হএ ।

জাতক কটকথা তিনভাগতে বিভক্ত , যথা : ১. দূরে নিদান ২. অবিদূরে নিদান ৩. সন্তিকে নিদান । বোধিসত্ব যবে সুভোদ তপস্বী রূপে জন্মগ্রহণ করে দীপঙ্কর চরণতে জীবন সমর্পণ করল । সে সময় বেসসতর শরীরত্যাগ , তুষিত স্বর্গলোক

উত্পন্ন হবা পর্য্যন্ত দূরে নিদান বলাযাএ ।

অতএব ধম্মপাল এ সস্কর্কতে পরমতথদীপনী টীকা লিখেছিল । নিম্নোক্ত কত রচনা ধম্মপাল কৃতি -

১. মহাটীকা অথবা পরামতথ মংজুসা - বিসুধ মগর টীকা ।

২. নেতিপকর সাস অতথ বণনা - এইটি নেতি টীকা ।

৩. লীনাতথ বণ্র্ঞনা

৪. লীনাতথ পকাসিনী - এইটি চারি নিকায় যথা : দীঘ, মজঝিম, সংযুত ও অঙ্গুতর অটঠকথা উপরে টীকা ।

৫. জাতকটঠ কথা ।

৬. বুধদত অটঠকথা অনুটীকা । দম্মপাল বুধঘোষ পরে পালি সাহিত্য সর্বাধিক প্রসিদ্ধ টীকাকার ।

পালি সাহিত্যর প্রাচীন টীকাকার সংক্ষিপ্ত সূচনা নিম্নতে প্রদত :

১. চুল্লধম্মপাল - আনন্দ শিষ্য ও সচ্চসংখেপর লেখক ।

২. উপসেন - নিদ্ধেশ উপরে লিখিত সধম্মপজোতিক বা সধমটিঠতিকা টীকার লেখক

৩. মহানাম - পটিসম্মুদামগর টীকা সধম্মপকাসিনীর রচয়িতা ।

৪. কসসপ - মোহবচ্ছেদনী তথা বমতিচ্ছেদনার রচয়িতা ।

৫. বজিরবুধ - সমন্তপাসাদিকা উপরে বজিরবুধ টীকার রচনা করেছিল ।

৬. খেম - খেমপকরণ র প্রণেতা

৭. অনুরুধ - অভিধমতথ সংগ্রহর লেখক । অভিধম্ম উপরে

লিখিত এই গ্রন্থ প্রসিদ্ধ এবং প্রচলিত । দ্বাদশ শতাব্দী কতটি প্রসিদ্ধ ছবির টিকা করেছে ।

বিনয় পিটক সম্বদ্ধীয় দুটিগ্রন্থর লিখা আবশ্যক । সেগুন হল ধর্মকৃত খুধসকখা তথা মহাসামিন রচিত মুলমিকখা । এগুন ভিক্ষুক সংঘর নিয়ম কানুন বণ্র্ঞনা রহেছে ও ঘোষে ঘোষে মনে রাখবা জনে সুবিধা পদ্য করাগেছে ।সিংহলি ভাষাতে এগুন অনুবাদ করাগেছে । তাইজনে এইটি একাদশ শতাব্দী শেষ ভাগতে রচনা করাগেছে ।

পালি সাহিত্যতে দীপবংস তথা মহাবংশ ইতিহাস সম্বন্ধীয় দুটি গ্রন্থ আছে । এইটি সিংহল দেশর ইতিহাস বণিঞত । মহাবংস , দীপবংসর পরবর্তী রচনা । এগুনর ভাব বিষয় প্রায় সব সমান । মহাবংশ টীকা এহা উল্লেখ নিম্নক্ত প্রকার -

দাপবংশর কাব্য অত্যন্ত শুষ্ক কিন্তু মহাবংশ এ ক সরস ও শ্রেষ্ট মহাকাব্য । এইটি মহান লোকের বংশ পরিচয় দিবার জনে সংয় মহান ।

দীপবংশর লেখক কিএ তাই আজপর্য্যন্ত অজ্ঞাত , কিন্তু মহাবংশর টীকানুসার প্রণতোর মহানাম ছবি ছিল । দীঘসন্ধ সেনাপতি রাজা দেবান প্রিয় তিসস (খ্রী: পূ ২৪৭-২০৭ পর্য্যন্ত) সেনাপতি ছিল । এহাপর মহাবংশ লিখবা পরংপরা খ্যঈষ্টাব্দ ১৯৩৭ পর্য্যন্ত জারী হএ সমাপ্ত হএছিল ।

তৃতীয় যুগ

সিংহল রাজা প্রথম কামবাহু (১১৩৫-১১৮৬) রাজুতি কাল পালি

সাহিত্যর স্বর্ণ্ঞ যুগ বলাযাএ । এহার তত্ববধার মহাকসপ বুধ ঘোষ মগধী ভাষাতে লিখিত টীকাতে প্রস্তুতি করবা সংঙ্গে সংঙ্গে এক সংগীত সভা আয়োজন করেছিল । সেই টিকা গুন হল

১. সারতথদীপনী - বিনয় পিটকর অটঠকথা , সমন্ত পাসাদিকার টীকা ।

২. পঠম-সারতথমংকুসা- দীঘনিকায়র অটঠকথা, সুমঙ্গল বিলসিনীর টীকা ।

৩. তৃতীয় সারত অমংজুসা - মজঝিম নিকায় অটঠকথা, পপঞ্চসূদনী টিকা ।

৪. তৃতীয় সারথ অমংজুসা - সংযুক্ত নিকায়র অটঠকথা, সারথ থাপকানীসর টীকা ।

৫. চতুর্থ সারত থমংকুসা - অঙ্গুতর নিকায় অটঠকথা, মনোরত পুরাণ টীকা ।

৬. পঞ্চম পরমথ পরাকাসিনা - ধর্মসংগনীর অটঠকথা, সালিনার টীকা ।

৭. দ্বীতীয় পরমতথ পপকাসনী - বিভঙ্গর অটঠকথা, সম্মোহন বিনোদনী টীকা ।

৮. তৃতীয় পরমতথ পপকাসনী - ধাতুকথা আদির অটঠকথা, মমপকরণ অটঠকথা টিকা ।

এই টীকা মধ্য সারিপুতকৃত সারত থদীপনা পাণ্ডুলিপি আজ মধ্য সংরক্ষিত ।পপসুদনা টীকা লীনাতথ পকাসিনী মধ্য সারিপুত রচনা । মহাকসসপ দ্বারা আয়োজিত সংগীত বিবরণী

মধ্য প্রাচীন সংগীত বিবরণী সদৃশ ।

সারপুত শিষ্যদের বিষয় নিম্নতে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করাগেল -

১. সংঘরখিত- খুদ্ধবসিকখা টীকার প্রণেতা । নূতন টীকা মধ্য এহার রচনা ও এহার রচনা কাল মহায়স দ্বারা প্রণীত পোরাণ টীকার পরবর্ত্তী ।

২. বুধনাগ - কংখাবিতরণী টীকা বিনয়তথ মংজুসার রচয়িতা । এহা পাণ্ডুলিপি আজ পর্য্যন্ত সুরক্ষিত ।

৩. বাতিসসর - গন্ধবংশ এহার লিখিত ১৮টি গ্রন্থর লিখা মিলে । এগুন মধ্যতে নিম্নক্ত গ্রন্থর হস্তলিপি আজ মধ্য সুরক্ষিত ।

ক) মূলসকখা অভিনব টীকা : বিমলসা কৃত পোরাণ টীকা । খ) সীমালঙ্কা সংগ্রহ বিনয় সম্বন্ধীয় , বিভিন্ন প্রান্তরতে ভিক্ষুকদের ধার্মিক কৃতি সংগ্রহ জাইকে সংঘরূপে লিখেছে । গ) খেমপকরণ টীকা খেমঙ্ক বিরচিত খেমপকরণ টীকা । ঘ) নারূপ পরিচ্ছেদ টীকা ঙ) সচ্চসংখেপ টীকা - সচ্চসংখেপ উপরে আধারিত সুমঙ্গল টীকা পুরাতন চ) অভিধর্ম্ম বতার টীকা - বুধবতঙ্ক প্রসিদ্ধ কৃতি ছ) রূপারূপ বিভাগ - এহার অভিধম্ম

সারিপুত শিষ্যগণ বৌদ্ধধর্ম ও কথা সাহিত্য ে৪ত্রতে অগ্রগণ্য

১) ধম্মকিততি - দাঠাবংশ রচনা করেছিল ও রচনা শেষতে নিজকে সারিতন শিষ্যরূপে ঘোষণা করল । এইটি ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগতে লিখিত । এইটি বুদ্ধর দন্ত ধাতু কথা রহেছে ।

২) বাচিসসর - সারিপুত শিষ্য ও থূপবংশর রচয়িতা । এহা

এক গদ্য গ্রন্থ ।

৩) বুধরকখিত - জিনালংকার রচয়িতা । এইটি পদ্যতে লিখিত ও এহার গ্রন্থ শৈলী নিতান্ত কৃত্রিম এবং অলঙ্কার পূর্ণ্ঞ ।

৪) মেধকর - জিন চরিত প্রণেতা । শৈলী অতীব কৃত্রিম ।গ্রন্থর শেষভাগতে সে লিখেছে রাজা বিজয়াবাহু দ্বারা নির্মতি পরিবেশ ।

ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্ধশ শতাব্দীর সন্দকাল পালি সাহিত্যর বিকাশ পথ জুন গ্রন্থ ও গ্রন্থ প্রণেতা সহযোগ করেছিল সেগুন হল

১) সার সংগ্রহ - ধর্ম সম্বন্দীয় এই গ্রন্থর প্রণেতা সিধতথ । গ্রন্থ শেষতে লেখক নিজকে বুধপিপয় শিষ্যরূপে স্বীকার করেছে । পদীপর রচনাকাল খ্রীষ্টীয় ১৪৫৭

২) সধম সংগ্রহ - ধম্মকিতি মহাসামিন এহা প্রণেতা । পালিবংশ হছে শেষ দম্মকিতি । এহার নবম অধ্যায়তে অনেক গ্রন্থ এবং গ্রন্থাকার নাম উল্লেখ রহেছে ।

চতুর্দ্ধশ শতাব্দীতে নিম্নক্ত গ্রন্থ প্রণয়ন করাগেছে :

১. লোকপদীসার - সাসনবংশ অনুসার এহা রচয়িতা বর্মার ভক্ষুমেধ, সে সিংহল বৌদ্ধ ধর্ম তথা পালিভাষা ও সাহিত্য গভীর অধ্যয়ন করেছিল ।

২. পগতিদীপন - এহা ১১৪ গাথা বিশিষ্ট । এই গাথা গুন পূনর্জন্ম রূপে পশু, প্রেত, মানব কিম্বা দেব যোনি বর্ণ্ঞনা রহেছে । এহার প্রণেতা ও এহার রচনাকাল অদ্যাবধি অজ্ঞাত

৩. বুধঘোসুপপতি - মহামঙ্গল এহার প্রণেতা । যদি এই ব্যক্তি

বেয়াকরণ কার মঙ্গল তবে এহার সময় চতুর্দ্দশ শতাব্দী । এহাবুধঘোষ চরিত্র মাত্র ।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে পালি সাহিত্যর প্রভূত উন্নতি বর্মা ভিক্ষুদ্বারা হএছিল । তারা অভিধম্মর গভীর তাত্বিক আলোচনা করেছিল ।

১. অরিয়বংশ - নরপতি (১৪৪২-৬৮খ্রী. রাজুতি কালতে আবারা বসবাস করছিল । সে নিম্নলিখিত গ্রন্থর লেখক ।

ক) মণিসার মংজুসা - এহা সুমঙ্গল কৃত অভিধর্ম বিভানীর টীকা । খ) মণিদীপটীকা - বুধঘোষ কৃত অটঠপালি টীকা । গ) জাতক বিসোধন - জাতক সম্বন্দীয় গ্রন্থ ।

২. সধম্মপালি সিরি - অভিয়বংশ সমকালীন ও নেততীর টীকা নেততিভাবনা পণেত ।

৩. সালবংশ - উপরোক্ত দিহেঁ পরবর্ত্তী । সে বুধলঙ্কার কাব্য গ্রন্থর রচয়িতা ও নিদানকথা সুমেধ সম্বন্দীয় ।

৪. রটঠগার - - সে জাতক পদ্যবধ করেছিল । এইটি পঞ্চদশ শতাব্দীর কামবিরতিগাথা রচনা করেছিল।

৫. সদ্ধমালকার - ষোডশ শতাব্দীর পটঠনদীপনী প্রণয়ন করেছিল ।

এই শতাব্দীতে বুধঘোষ বগরুধম্মসতথ দ্বারা তেলুগু ভাষাতে লিখিত মনুসার পুস্তকর পালি অনুবাদ করেছে । বাস্তবতে এই মূল গ্রন্থটি ত্রয়োদশ শতাব্দীর রচনা ।এই মুনসার বর্মা সংপূণ্র্ণ

বিধি সাহিত্যের আধার ।পালিগ্রন্থর অষ্টাদশ শতাব্দীর মনুবণণনা এবং উনবিংশ শতাব্দীর মোহবিচ্ছেদনী নাম লিখা আছে ।
সপ্তদশ শতাব্দীর পালি গ্রন্থ সমূহ বণ্র্এনা নিম্নোক্ত প্রকার -
১. তিপিটকালংকার - ক) বিসতি বণণনা - এহা অটঠ সালিনী প্রারম্ভিক ২০টি পদর টিকা খ) য়সবডঢনথু তথা গ) বিনয়ালঙ্কা এই ২টি গারিপূত কৃত বিনয় সংগ্রহ টীকা
২. তিলোক গুরু - আপণ নিম্নক্ত পুস্তক রচয়িতা ।
ক) ধাতু কতা
খ) ধাতুকথা অনুটীকা বণ্র্এনা
৩. সারদসসন - আপণ ধাতুকথা যোজনার প্রণেতা
৪. মহাকসসপ - অভিধম্মতথ গণ্ঠিপদ রচনা করেছিল ।
৫. এঞাণাভিবংশ - বর্মার সংঘরাজ ও সে নিম্নোক্ত গ্রন্থ রচনা করেছিল -
ক) পেটকালংকার - নেতির টীকা খ) সাধুবিলাসিনী দীঘনিকায়র এক ভাগ টীকা গ) এহা দম্ম সম্বন্দীয় কথা সংগ্রহ চতুসামশের বতথু এবং রাজাবাদবতথু নামতে প্রসিদ্ধ ঘ) রাজাধিরাজ বিলাসনী এক বিশিষ্ট কৃতি ।
অধ্যয়ন সুবিধা দৃষ্টিতে ব্যকারণ বিষয় গ্রন্থতে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করাগেছে ।
১. কচ্ছায়ন সাখা - বালাবতার ও রূপসিধি এহা শাখান্তর্গত
২. মোগল্লান সাখা - পয়োগসিধি এবং পদসাধনা এহা অন্তর্গত
৩. সিধনীতি - চুলাসব্দনীতি এহার অন্তর্গত ।

এই তিনটি বর্গ বা শ্রেণী তিনটি ধাতুপান রহেছে । যথা : ধাতুমংজুসা , ধাতুপাঠ । উপরোক্ত সমস্ত ব্যাকরণ সহায়তা R.O.Franke “ পালি গ্রামার ” লিখেছে । বচ্চায়ন সাখা ব্যাকরণ উপরে জুন টীকা লিখিত তাৎ ন্যাস নামতে প্রসিদ্ধ ।

৫. বাবলবতার - এহা সংস্কৃত ব্যাকরণ লঘুকৌপদা পরিপ্রসিদ্ধ । এহা সর্বাধিক প্রচলন বর্মা ও শ্যাম এ দিগতে দেখাযাএ । ধম্মকীততি এহা লেখক ।

৬. সদ্ধসারতথকালিনী - বর্মা লেখক নাগিত এহার প্রণেতা । এহার রচনাকাল ১৩৫৬ । এই সময়তে অঙিধানপপ দীপিকা মধ্য রচনা করাগেল ।

৭. কচচায়ন ভেদ - চতুর্দ্ধশ শতাব্দীর উতরাধ লিখিত এহা রচনা মহায়স থোরঙ্ককৃত টীকা অটে ।

৮. সব্দবিন্দু - সস্কবতঃ এহা পঞ্চদশ শতাব্দীর উতরধ রচনা । শাসন বংশ অনুসার অরিমদ্ধন ।

৯. বালপপবোধন - এহার লেখক নাম ও রচনা কাল অজ্ঞাত । এহা ষোডশ শতাব্দীর রচনা ।

১০. অভিনব - চুল্লনিরুত - সিরিসধমালকার রচিত । অতএব কচ্চায়ন অপবাদ গুন বিচার করাযাএ ।

১১. কচচায়ন বণ্র্ঞনা - বর্মার থের মহাবিজিতা বিনঙ্ক বিরচিত । এহা কচ্চায়ন সন্দিকপপ টীকা ।

ধাতুপাঠবিষয়ক গ্রন্থ

১. ধাতুমংজুসা - এহা জলায়ন শাখা সহ সংপর্ক রহেছে । তবে

এহার অন্য নাম কলায়নধাতু মংহসা ।এই গ্রন্থর লেখক সিলবংশ অকখাদিলেন বিহাচরর সদস্য । এহা পদ্যবধ ১৫০টি পদ বিশিষ্ঠ । সভূত অনুসার এহার রচনা বোপদেব কৃত কবি কল্পদ্রুম অনুসার ।

২. ধাতুপাঠ - এহার আদর মোগল্লান কৃত গণপাঠ ।

৩. ধাতত থদাপনী - “R.O.Franke “ অনুসার এহা শব্দনীতি এক অধ্যায় ধাতু পদ পদ্যবধ সূচী ।

ঁনিম্নতে ব্যাকরণ সম্বন্দীয় কতিপয় গ্রন্থ লিখাগেছে । এগুন সম্বন্ধতে স্বভূতি প্রস্তুত বিবরণ দ্রষ্টব্য ।

ক) বচ্চাবচক - এহার লেখক বর্মার অরিমন্দ স্থান নিবাসী সামণের ধম্মদসিন

খ) গন্ধটঠি - চতুর্দ্ধশ শতাব্দী এই রচনা মংঙ্গল লিখিত নিপাত বিষয়

গ) গন্ধাভরণ - ১৪৩৬তে লিখিত এই নিপাত সম্বন্দীয় ব্যাকরণ গ্রন্থ ।

ঘ) বিভত্যতথ টীকা - কারক বিষয় এই গ্রন্থ ৩৭ শ্লোক বিশিষ্ট । এহার রচয়িতা বর্মা রাজা ক্যাচবা কন্যা বোলে মনে করাযাএ ।

ঙ) সংবণণনায়দীপনী - এহা রচনা জম্বুধক খ্রী ১৬৫১তে হএছে ।

চ) সব্দউত - এহা প্রণেতা সধমগুরু ও এহা ১৬৫৬তে রচিত ।

ছ) কারকপূপফামংকারী - বাক্যবিচার সম্বন্দীয় এই গ্রন্থ রচয়িতা হছে কৈডার অতরগম বণ্ডার রাজগুরু । এহা রাজা শ্রী রাজসিংহ (খ্রী ১৭৪৭-১৭৮০) সমসাময়িক রচনা ।

জৈন আগম সাহিত্য

ভারতর সংস্কৃতি ইতিহাস জৈন সাহিত্যর দান অতি মহত্বপূর্ণ্ণ ।যেমন বৌদ্ধরা পালি মাধ্যমতে নিজের ধর্মত্ব পরিবেষণ করছিল জৈনরা মধ্য প্রাকৃত অপভ্রংশ সেই প্রকার ধর্মত্ব প্রচার করছিল । ভগবান মহাবীর উপদেশ প্রদান করছিল । সে শৌরসেনা ও মহারাষ্ট্র মিশ্যণতে এক শক্তিশালী ভাষা পরিণত করল । এই শিষ্য পরংপরা ক্রমে এই শিক্ষার বা প্রচার মাধ্যম ছিল । তার সমসাময়িক শিষ্যমধ্য শ্রী সুধমী স্বামী অন্যতম ।

সিদ্ধান্ত জৈন আগামি শুত্র জ্ঞান কিম্বা সিন্দান্ত বলাযাএ ।জৈন পরস্করা অনুসার অর্হত ভগবান । আগমগুন সংখ্যা ৪৬ , ১২টি অতী আয়ার, সৃয়গডঙ্গ ।

প্রাচীন কালতে সমস্ত সিন্দান্ত ১৪টি পূর্ব অন্তর্হতি ছিল । মহাবীর স্বয়ং ১১জণ গণধরকে উপদেশ দিএছিল । ধীরে ধীরে কাল দোষতে এসব নষ্ট প্রায় । কেবল এক গণধর এসব জেনেছিল এবং সেই জ্ঞান ছঅ পুরুষ পর্য্যন্ত চলেছে ।

মাথুর বাচনা - মহাবীর নির্বাণ ৮২৭ কিম্বা ৮৪০ বর্ষ পর (খ্রী৩০০-৩১৩) দুর্ভিক্ষ পর আগমগুন সুব্যবস্থা রূপ দিবার জনে মথুরাতে

এক সম্মীলনী হএছিল । জাইকিছু স্মরণ ছিল তাই কালিক শ্রুতি রূপে একত্রিত করাগেল ।
বর্তমান আগম গুন ভাষা মহাবীর ভাষা রূপে সুরক্ষিত হতে পারেনি । কারণ মহাবীর নির্বাণ ১০০ বর্ষ দীর্ঘ সময় মধ্য আগম সাহিত্য যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হএছে ।
টীকাকার - অভয়দেব ও মলয়গিরি ভাষা সম্বন্দীয় বিবিধতা দর্শাছে । মুনিগন বিজয় থিকে জ্ঞাত যে ভগবতী সূত্র আদি প্রাচীন পোথিতে মহাবীর স্থান মাধবী ।

নানা ক্ষয়ক্ষতি ভিতরে গতি করে সাহিত্যর অবশিষ্ট অংশ যথেষ্ট মহত্ব আছে । এইটি প্রাচীনতম জৈন পরস্করা , কিম্বদন্তী, লোককথা , ততকালীন রীতিনীতি , ধর্মউপদেশ , সংযম পালন ইত্যাদি দেখতে মিলে ।

অংঙ্গ

প্রথম অংঙ্গ : আয়ারাঙ্গ সুত (আচারঙ্গ সূত্র) : এইটি জৈন মুনিদের আচার ব্যবহার সংপর্কীয় বিধিবিধান বর্ণ্ঞতি । এইটি দুই খণ্ডতে বিভক্ত । প্রথম খণ্ডটি প্রাচীন ও মহত্বপূর্ণ্ঞ । অতএব গদ্য পদ্য উভয় ব্যবহার দেখাযাএ । এহার গণনা প্রাচীনতম জৈনগ্রন্থ মধ্যতে অন্যতম । এইটি ছন্দ রচিত কতিপয় গাথা পরিদৃষ্ট হএ ।

সমস্ত প্রাণী নিজ নিজ জীবন অত্যন্ত প্রিয় । সবাএ সুখ চাএ । দুঃখ কেউ চাএনা , মরণ সমস্তর অপ্রিয় সবাএ বাঞ্চতে চাএ । প্রত্যেক প্রাণী জীবন প্রতি আসক্ত , সবাএ জীবিত রহিতে

ভাল লাগে ।

উপধান শ্রুতি অধ্যয়নতে মহাবীর কঠোর সাধনা বর্ণ্ণনা আছে । সে নগ্ন শরীর নিএ চলছিল, লোক তাকে মারে , চিডাএ কিন্তু মহাবীর বরাবর ধ্যানমগ্ন রহে । লাত নিবাসী তাকে কষ্ট দিল , কুকুর কামডাল , লাঠি , মুষ্টি প্রহার , তার উপর ঢিল, ফল, ফেলাল ও বহুত কষ্ট দিল । কিন্তু মহাবীর অটল রহিল । প্রায় মাস মাস ধরে জল পিএ , ষষ্ঠ, অষ্টম কিম্বা দশম দিন খাদ্য খাছিল ও ধ্যান মগ্ন রহছিল।

দ্বীতীয় অংঙ্গ চুলা (পরিশিষ্ট রূপ)তে ভিক্ষা পর্য্যটন, ভাষণাদি সম্বন্দীয় ।

ভাষা ও ভাব দৃষ্টিতে উপরোক্ত দুই অঙ্গ মহত্বপূর্ণ্ণ ।

তৃতীয় ও চতুর্থ অংগ : স্থানাঙ্গ ও সমবায়াঙ্গ সাহিত্য মহত্ব । সমবায়াঙ্গতে বার অঙ্গ

পঞ্চম অংগ :" বিয়াদপণগতি" (ব্যাখ্যা প্রজ্ঞপ্তি) এহার অন্যনাম ভগবতী সূত্র ।জীবান্দ পদার্থ মানঙ্কর ব্যাখ্যা । এই ব্যাখ্যাকে প্রজ্ঞপ্তি বলাযাএ ।গৌতম গণধর ভগবান মহাবীর জৈন সম্বন্দীয় প্রশ্ন করে মহাবীর তার উত্তর দিএ ।

ষষ্ঠ অঙ্গ : "ণানাধর্ম কহাও" (ন্যায় ধর্মকথা কিম্বা জ্ঞাতধর্ম কথা)জ্ঞাত অর্থ উপমা, উদাহরণ দৃষ্টান্ত । এই গ্রন্থতে সংযম, তপ ত্যাগ উদাহরণ তথা লোক প্রচলিত কথা দ্বারা প্রভাবশালী এবং চেরাক শৈলীতে বুঝাএ ।

রাজগৃহ নগরতে রাজা শ্রেণী পুত্র অভয়কুমার রাজমন্ত্রী

পদতে ছিল । রাণী ধারিণী গর্ভবতী ছিল । তাকে স্বপ্নতে জাণাগেল তার পুত্রলাভ হবে ।পুত্রনাম হল মেঘকুমার । আঠ বর্ষর বয়সতে সে কালিচার্য্য নিকটতে বিদ্যা শিক্ষা উদ্ধেশ্যতে গেল ।

যুবা অবস্থাতে রাজকন্যা সহ তার বিবাহ সমাহিত হল , একবার ভগবান মহাবীর তার রাজগৃহকে এসেছিল । মেঘকুমার মহাবীর দর্শন জনে গেল এবং ধর্মবাণীপ্রবজ্যা হতে ইচ্ছা কল । মেঘকুমার মা এহাশুণে মূচ্ছা হএগেল । এবং চেতনা লাভ কলাপর মেঘকুমারকে নিগ্রস্থ ধর্মর কঠোরতা প্রতিপাদন করল কিন্তু মেঘকুমার সেসব কণ্র্ঞপাত করলনি ।সাধু অবস্থাতে বেলে বেলে কঠিন কার্য্য করতে পড়ে সে অনাথ ধর্ম ত্যাগ করে গৃহস্থ ধর্মকে ফিরে আসল । এ কাহাণীর কথোপকথোন অতীব মর্মস্পর্শী ।

দ্বতীয় শ্রুতি স্কন্দতে মনুষ্য দেবতা এবং ব্যন্তর ইত্যাদি বণ্র্ঞনা রহেছে । নারীরা নিজর পুণ্যবলতে ব্যন্তর জ্যোতিষ এবং কল্পবাসী দেবতার পটমহিষী জন্মলাভ করে । এই শ্রুতাঙ্গ সাহিত্যর মহত্ব রহেছে । নেমিচন্দ্র শাস্ত্র মতনুসার -

১. দৌপদী পূর্বজন্ম আখ্যান নাগশ্রী সুগন্ধদশমী কথার স্রোত।

২. দেশ ও কাল পরিমিত পরিধি ভিতর ইতিবৃত সমাবেশ

৩. গজসুকুমাল পরি অখ্যান সূত্রগুন

৪. কাহাণীগুন প্রতীকদের সমাবেশ ।

৫. পশুপক্ষী কাহাণীর সূত্রপাত পরবর্ত্তী কাল এই ধরণ কাহাণী সাহিত্যর মুখ্য অঙ্গ ।

সপ্তম অংঙ্গ : উদাসগদাসাও (উপাসকদশ) ঢ়ডশঁঈণ ধশঝণা

মুখ্য উপাসক শিষ্যর কথা এবং গৃহস্থ দের পালন যোগ্য আচার নিয়ম গুন ব্যাখ্যা রহেছে ।

অষ্টম অংগ : কৃষ্ণ ও তার অষ্ট পত্নী আখ্যান কাহাণী গুনর স্রোত ।

নবম অংগ : শ্রুতরোববাইয়দসাও (অনুতরোপপাতিকদশ) এই অংগ দশঋণ মহাত্মা কথা বর্ণিত । তাদের নির্বাণ প্রাপ্তি না হলে মধ্য , কেমন স্বর্গ লাভ হল তাই লিখাআছে ।

উপাঙ্গ

আগম সাহিত্যতে অঙ্গ পরিবারটি উপাঙ্গ মধ্যমিলে । অঙ্গ গুন রচনা গণধর দ্বারা ও উপাঙ্গ গুন রচনা স্থবির দ্বারা হএ অঙ্গ ও উপাঙ্গ মধ্যতে কুনু যোগ সূত্র নেই ।

১. উববাঙ্গ - (ঔপপতিকম) হছে প্রথম উপাঙ্গ । এহা মহাবীর স্বামী পূর্বজন্ম সম্বন্ধ উপদেশ দান কথা রহেছে ।

২.রায়পসেণিয় (রাজ প্রশ্নীয়) এহার গণনা প্রাচীন আগমতে মিলে । সাহিত্য দৃষ্টিতে এহার স্থান অত্যন্ত মহত্বপূর্ণ । আরম্ভতে দেব সরিয়ম মুক্তি কথা রহেছে । পরে রাজা পএসা (প্রদেণী) এবং মুনি কেসী মধ্যতে আত্মার স্বতন্ততা এক মনোহর ।স্থাপত্য, সংগীত ও নাট্যকলা দৃষ্টিতে এইটি উল্লেখযোগ্য । সাম,দাম, দণ্ডনীতি অনেক সিধান্ত ৭২ কলা, ৪ পরিষদ ও কলাচার্য্য এবং ধর্মচার্য্য নিরূপণ করাগেছে ।

৩. জীবাকীবাভিগম - গৌতম গণধর ও মহাবীর ঢ়ধ্যতে প্রশ্নোতর রূপ জীব ও অজীব ভেদ প্রভেদ ইত্যাদি বণ্র্ঞনা রহেছে । সৃষ্টি বণ্র্ঞনা দ্বীপ ও সাগর গুন বণ্র্ঞনা করে জম্বু দ্বীপ বৃতান্ত মধ্য দিআগেছে ।রত্ন, অভূষণ , ভবন, বস্ত্র, গণ , উস্ছব, যান, অলঙ্কার এবং মিষ্টান্ন প্রসংগ বণ্র্ঞনা মহত্ব পূণ্র্ঞ ।

৪. পণণবণা (ফ্যব্ঝ্এঞাপনা) এইটি এক রকম জ্ঞান কোষ । এইটি সাহিত্য , ধর্ম, দর্শন, ইতিহাস, ভূগোল , ইত্যাদি বিষয় উল্লেখ করাগেছে ।অতএব ২৫টি আর্য্যদেণর নাম যথা : কর্ম আর্য্য, শিল্প আর্য্য এবং ভাষা আর্য্য এমন স্পষ্ট বিভাজন রহেছে ।

৫. সূরিয়পাণণতি (সূর্য্য প্রজ্ঞপ্তি) এইটি সূর্য্য , চন্দ্র এবং নক্ষত্রদের গতিবিধি ও স্থিতি সম্বন্ধীয় সম্যক বণ্র্ঞনা রহেছে । দুই সূর্য্য ও দুই চন্দ্র সিধান্ত প্রকৃষ্ট উদাহারণ । অতএব প্রাচীন জ্যোতিষ সম্বন্দীয় মূলমন্যতা সংকলিত ।

৬. জম্বু দ্বীপ পণণতি - (জম্বুদ্বীপ প্রজ্ঞপ্তি) এইটি জম্বু দ্বীপ তথা ভারত ক্ষেত্র তাহার উতঙ্গ পর্বত শ্রেণী , চিরপ্রবাহমান নদনদী, গুম্স্কা, অটবী , শ্বপদ প্রভৃতি মধ্যতে পরিবেষ্টিত বহু তস্কর , পাখণ্ড, যাচক ইত্যাদি বিষয় বণ্র্ঞনা করাগেছে । এই ক্ষেত্র

বিপ্লব রাত্যাপদ্রব দুর্ভিক্ষ, রোগাদিতে আক্রান্ত ।

৭. চন্দপণণিতি - (চন্দ্র প্রজ্ঞপ্তি)চন্দ্র মতন ভ্রমণ গতি, সূর্য্য , বিমান নিরূপণ মিলে । এসটি জ্যোতিষ গ্রন্থ । সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্রদির পরস্পর সম্বদ্ধ এইটি বণিঞত হএছে ।

৮. কপপিয়া (কলপিকা) এইটি প্রাচীন মগধর ইতিহাস জাণবা অত্যন্ত উপযোগি ।

৯)কপপাঙসিয়াম (কাল পাবতীসিকা) শ্রেণিক দশজণা নাতি তাদের সতকর্ম জনে স্বর্গকে গেল এইকথা বণর্ঞনা হএছে । এইটি জীবন শোদন প্রক্রিয়া বিশেলশন করে পৌরাণিক কথা লোককথাতে বণর্ঞনা করাগেছে । নিজের কর্ম বলতে পিতা নর্কতে রহে পুত্র স্বর্গগামী হতে পারবা জস্কলন্ত দৃষ্টান্ত ।

১০) পুপপিয়া (পুষ্পিকা) - এথবতে দশটি অধ্যয়ন রহেছে । এহার তৃতীয় অধ্যয়নতে সোল ব্রাহ্মণ কথা বর্শিঞত । তাদের তপস্যা বিষয় বিশেষ উল্লেখ রহেছে । চতুর্থ অধ্যয়নতে এক অতি সর্বস্ব ও মনোরক কথা রহেছে । সুভদ্রা সন্তান আর্যিকা দীক্ষা গ্রহণ করে । এহার পরজন্মতে বহু সন্তানবতী ব্রহামা হএ ।এহার সাংসারিক কয়ামোহ সুনদর চিত্রণ, পুনজন্ম ও কর্মফলদি বণর্ঞনা মিলে ।

১১. পূপফচূলা (পুষ্পচূলা) মহাবীর পূজা নিমিত পুষ্প বিমান গুন আগত দেব-দেবীগণ পূর্বজন্ম কথামান রহেছে ।

১২. বণহিদসাও(বৃষ্টিদশা) দ্বারকাবতী রাজা কৃষ্ণ বাসুদেব বণর্ঞনা ও বৃষ্টি বংণীয় বারজণা রাজকুমার অরিষ্ট বেশি দীক্ষিত হবা কথা রহেছে । এইটি যদুবংণীয় রাজাদের ইতিহাস মধ্য মিলে ।

মহাবীর জন্ম ও বাল্যাবস্থা

বজী গণতন্ত্র

দুইহজার পাঞ্চশহ বর্ষর তলের বিশাল ভারত বর্ষর অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য বিভক্ত হএছিল । এহি ক্ষুদ্র রাজ্য অবখণ্ডিত তথা এক শাসনাধীন রাখবারজনে যেউঁ পরাক্রমী , শক্তিশালী নেতৃত্ব আবশ্যক ছিল , তাই ততখানে হএছিলনি ।অঙ্গ, মগধ প্রভৃতি রাজ্য রাজতন্ত-পদ্ধতিদ্বারা শাসিত অছিল । কাশী,কোশল, বিদেহ আদি রাজ্যতন্ত্র - পদ্ধতিদ্বারা শাসিত হছিল ।কাশী,কোশল,বিদেহ আদি রাজ্য মানঙ্ক গণতন্ত্র প্রচলিত হছিল । এই গণতন্ত্র সফলকরাতে বিদেহ অধিমতি মহারাজ চেটকঙ্ক অবদান প্রণংশনীয় । এই গণতন্ত্র নঅটি লিছবি রাজ্য আর নঅটি মল্ল রাজ্য প্রতিনিধিরা প্রতিনিধিত্ব করছিল ।এই প্রতিনিধি গণনায়ক ও এদের পরিষদকে গণসভা বলছিল । এই গণসভারে

সংবিধা ও নিয়মাবলী প্রণীত হছিল । প্রত্যেক গণনায়ক ও এদের পরিষদকে গণসভা বলাযাএ । এই গণসভার সংবিধান ও নিয়ামাবলী প্রণিত হছিল । প্রত্যেক গণনায়ক এই সংবিধান অনুযাই স্ব-স্ব রাজ্য শাসন করাছল । রাৈৈতিক, আর্থকি, সামাজিক ও ধার্মকি আদি প্রত্যেক পারপেক্ষি বজী গণতন্ত্র সুদৃঢ ছিল । রাজতন্ত্র বিশ্বাস করবা রাজ্য এই শক্তিশালী সমৃদ্ধ গণতন্ত্র কে ধ্বংস করবা বহুবার চেষ্টা করেছিল মধ্য উন্নত সুসংগঠিত বজী গণতন্ত্র সৈন বারম্বার তাইদিকে উদ্যম পরাহত করেদিল । বৈশালী নিকটে কুণ্ডপুর নামক এক সন্নিৱেছিল ।এহার দক্ষিণ দিগে এক ব্রাহ্মণ বসতি ছিল । তাকে ব্রাহ্মণ কু ণ্ডপুর বলে আর উতর দিগে ক্ষত্রিয় বস্তিকে ক্ষত্রিয় কুণ্ডপুর বলে । ব্রাহ্মণ কুণ্ডপুররাজার নাম ছিল সিদ্ধার্থ । বৈশালী মহারাজা নিজে কন্যা ত্রিলাঙ্ক বিবাহ রাজা সিদ্ধার্থ সাথে হএছিল ।

স্বপ্নদর্শন

মহারাণী ত্রিলাঙ্কে প্রথম সন্তান হছে নন্দীবর্দ্ধন । তার দ্বিতীয় সন্তান মহাবীর তার গর্ভ অবস্থান করবা মুহূর্ত্ত হছে অপূর্ব । সুপ্ত নিশীথিন বিলম্বীত প্রহর । অপূর্বশান্ত, গম্ভীর পরিৱে । শুভ্র সুকোমল সুরভিতশয্যাউপরেশায়িত মহারাণী ত্রিলা দেবী । এসময়ে সে দেখল বিচিত্র স্বর্গীয় স্বপ্ন সমাহার ।স্বপ্ন প্রত্যেক বস্তু স্বর্গীয় দুতিতে দুতিমন্ত ।

সে দেখল -

এক শ্বেতহস্তী । তার শুভ্রতা ক্ষীর সমুদ্র শভ্রতা চুরিএ নিএছিল

ও তার ঔজল্য মুক্তহার সদৃশ ।সর্বোপরি চন্দ্রপ্রভা বিনিন্দিত শান্ত, স্নিগধ, দন্তচতুষ্ট সেই হস্তী বিভাসিত হছিল । পুণি এক বিশাল বৃক্ষ । তার বণ্ঞ শ্বেতপদ্ম - দলসদৃশ শুভ্র আর সে বিরাটস্কন্দযুক্ত ।

তপ্ত এক বিরাটকায় সিংহ । তার চক্ষুদ্বয় তপ্ত স্বণ্ঞজিণা কান্তিযুক্ত আর বিদু্যচ্ছটাসম তেজোদীপ্ত ।

মহারাণী ত্রিশলা দেবী স্বপ্নমগ্ধা ।সে স্বপ্নপরে স্বপ্ন দেখেচলেছে । নৈসর্গকি বিভব সংদর্শন সে পুলকিতা-আত্মবিভোর। রোমাঞ্চিত হএউঠেছিল তার প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ । পদ্মগন্দতে সুরভিত হএগেল বায়ুমণ্ডল ।বণ্ঞল পরিসরে মধ্যবিকরপদ্মাসীন জগন্নাথ লক্ষ্মীদেবী হস্তী দ্বারা অভিষিক্ত হএছে । মহাদেবী ততখানে বরদহস্তা ।

তরপর মহারাণীদেখছে -

সতেজ মন্দার পুষ্প তথা অন্য শ্বেতপুষ্প দ্বারা গ্রথিত পুষ্পমালা , ক্ষীরফেননিভ শুভ্র, স্বচ্ছ দর্পণসম প্রতিবিম্বশীল , শান্ত, স্নিগধএ সৌম্য, আহ্লাদদায়, রমনীয় কমনীয় চন্দ্র, রক্ত অশোক -কিংশুক-গুঞাফল সদৃশ স্বীয়, প্রভাপুঞ্জ দ্বারা ঘনতমোনাশী রক্তিম সূর্য্য, কনকপষ্টযুক্ত কেশরীচিহ্নাঙ্কীত মৃদমন্দসমীরণ দোলায়িত, সমুন্নতধ্বজা , দরবিকণিত কমলসুশোভিত পূণ্ঞকূম্ব, চলচঞ্চল চপল মীনযুগল , ফুল কমলপরিপুরিত তথা চতুদ্ধিগকু সুরভিত করছিল এক পদ্মসরোবর, পরাক্রম প্রতিনিধি বনরাজামুখাঙ্কিত মণি রত্নবিজডিত বিশাল এক সিংহাসন, বীচিমালা বিক্ষোভিত

বিশাল গম্বীর ক্ষীরসমুদ্র, অগুরুধূপ গন্ধসুগন্ধিত নবোদিত সূর্য্যাভসদৃশ ভাস্বর এক দেব-বিমান, ঐকান্তিক ঐশ্বর্য্যর প্রতীক কমনীয় রমণীয় এক নাগ-বিমান, দিগন্ত বিচুরিত বণাড রশ্মিজাল সমন্বিত কমনীয় এক রত্নপুঞ্জ, নভশ্চুম্বী প্রজস্কলিত নির্দুম লেলিহান অগ্নিশিখা ।

এপরি বিচিত্র অকল্পনীয় স্বপ্নরাজি -

অনন্ত পুলকিত কণ্টকিতগাত্রা মহারাণী ত্রিশলা নিজমনে এক অপূর্ব প্রশান্তি অনুভব কল । আনন্দাতিশয্য পার্শ্বশায়িত মহারাজা সিদ্ধার্থকে জাগ্রত করে তাকে সমস্ত স্বপ্নবৃত্তান্ত জানাল । এপরি স্বর্গীয় আনন্দ অনুভূতি তাদের জীবনে প্রথমে কবে অনুভূতি হএনি । বোধে এহা নিশ্চয় কিছু মঙ্গলবিধান সূচনা ।

তাপরদিন প্রভাত অধিবেশ রাজদরবারে মহারাণী ত্রিশলা দেবী সহ সিংহাসন আসীন হএ রাজ জ্যোতিষিগণ দরবারে উপস্তিত হবাজনে মহামন্তীকে আজ্ঞা দিল ।রাজাজ্ঞা অনুসারে জ্যোতিষিগণ দরবারে প্রবেশ কলা পরে বিগত রাত্রে সমস্ত স্বপ্ন রহস্য উন্মোচন করবার জনে রাজা তাইদিকে অনুরোধ কল । তারা পরস্পর মধে আলোচনা করে রাজাকে জাণালযে মহারাণী অত্যন্ত শুভ স্বপ্ন দর্শন করেছে । ফলে এক দিন এক পুত্র সন্তান জননী হবা আর সেই পুত্রহবে রাজচক্রবত্ত

রাজদস্কতী তাকে প্রশ্ন শুোনসারবা পরে আনন্দতে আত্ববিঙোর হএ উঠল ।পুত্র হবে রাজচক্রবর্ত্তী , এহা কত জণা ভাগ্য ঘটেথাকে কিন্তু হঠাত মহারাজা ভাবান্ত সৃষিটহল ।রজা সিদ্ধার্থ গণতন্ত্র

পৃষ্ঠপোষক ছিল । বিভবশালী বৈশালি সুখ-সমৃদ্ধি সব কিছু এই গণাতান্ত্রিক শাসন উপর হিঁ প্রতিষ্ঠাতা ছিল । যদিও রাজা সর্বোচ শাসন কর্ত্তা ছিল ,তথাপি ব্যক্তি স্বাধীনতা প্রতি সে সমুচিত ধ্যান দিছল । মনুষ্যকে মনুষ্য মতন সম্মান দবা মানবিক গুণের পরিপ্রকাশ ঘটাইবা , স্বার্থন্বেষী নাহবা দেশপ্রতি উপযুক্ত কর্ত্তব্যপরায়ণ হবা প্রভৃতি মহানীয় মানবীয় আদর্শ সে বৈশালী রাজ্যবাসীদিকে উদবুদ্ধ করেছিল , সেসব আদর্শ কি তাদের পুত্র হাতে বিনিষ্ট হএজাবে ? এই চিন্তা তাকে বিব্রত করেদিল ।

কিন্তু মহারাজা চিন্তাতে পূর্ণছেদ টেনে জ্যোতিষিবৃন্দ বলিল - মহারাজ ! আমরা স্থুলভাবে গণনা করে কহিলযে আপণার পুত্র রাজচক্রবর্ত্তী হবে । আপণর আদর্শ গণতন্ত্র যে মানবীয় ভিত্তিভূমি উপরে পর্য্যবসিত , এই মহানপুরুষ সেসব গুণের প্রতিপোষক হবে আর অহিংসা , স্বতন্ততা , সহিষ্ণুতা, ক্ষমা, দয়া আদি দৈবী গুণর পরিপ্রচারক হবে ।

পণ্ডিতগণ এমতন ভবিষ্যবাণী শুণবাপর রাজা ও রাণী উভয় অতি আনন্দিত হল আর জ্যোতিষকে উপযুক্ত উপঢৈকন দ্বারা সম্মানিত কল ।

লৌকিক জগত নীতি -নিয়ম থিকে ভিন্ন অন্যকুনু কথাকে আমরা স্বীকার করতে পারিনা । লৌকিক জগতে অলৌকিক ঘটণাবলী উপোদঘাত হএথাকে, যাকে আমরা শত অবিশ্বাস করেথাকলে মধ্য পরিশেষ গ্রহণ করবাকে বাধ্য হএছিল । মহাবীর জন্ম এহার এক অপঊর্ব দুষ্টান্ত ।

অজ্ঞান অসহায়র শিশুর তার বয়ঃবৃদ্ধি সংগে সংগে পরিপক্ক ও বিকশিত হএথাকে , কিন্তু মহাবীর সংসারে প্রবেশ করবা পূর্বতে মাতৃগর্ভতে থেকে মধ্য দিব্যজ্ঞান অধিকারী হতেপেরেছিল ।
পূর্ব জন্মতে মহাবীর নন্দন নামদেয় একজন তপস্বী ছিল । সে এই তপস্বী-জীবনে কঠিন তপশ্চর্য্যা ও মানব-সেবা জীবনে শ্রেষ্ঠ ব্রত রূপে গ্রহণ করেনিল ।মাসাবধি সমাধিস্থ হবা পরে সে কিঞ্চন্মাত্র আহার করে পুনশ্চ সমাধিস্থ হছিল । বাহ্যচেতনাকে সঙ্কুর্এঁও আত্মবিস্মৃত হএ সে অন্তঃচেতনাতে লীন হছিল । সেৎ অবস্থাতে দেহত্যাগ করে পুনরায় ত্রিশলা গর্ভতে আশ্রয় নিএছিল । পূর্বজন্ম সংস্কার হেতুগর্ভাবস্থাতে থেকে মধ্য সে সমস্ত জাগতিক বিষয় অবগত হতেপারছিল ।
প্রকৃতি সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী গর্ভস্থ শিশু কত মাস গত হবাপর মাতৃ গর্ভতে চলপ্রচল হল । শিশুর এই চঞ্চলতা সজীবতা ও সুস্থতা লক্ষণ রূপে ধরে নিএছিল । মহাবীর গর্ভস্থ থাকবা সময় দেবী ত্রিশলা শিশুর চঞ্চলতা অনুভব করে পুত্রবতী হবা আশা সন্তোষ অনুভব করছিল ।
গর্ভমধ্য থেকে দিনে মহাবীর চিন্তা কল - আমি এমতন চলচঞ্চল হবা দ্বারা মা নিশ্চয় কষ্ট পাবে । কাহাকে কষ্ট দিবা আমার নীতি বিরুদ্ধ । তাইজনে আমি গতিশীল নাহএ স্তির হএ রহেযাব ফলে আমার মা সুখতে রহিতে পারবে ।
এমতন চিন্তা করে কৃক্ষিগত মহাবীর ধ্যানস্ত হএগেল । মহারাণী ত্রিশলা গর্ভস্থ শিশুর স্থিরতা বিমর্ষ হএ পডল । রাজা মধ্য

এসংবাদতে খিন্ন হএগেল । রাজপ্রসাদ কোলাহলপূণ্ঞ বাতাবরণ ক্ষণক মধ্য স্থির হএগেল । সমস্ত আশঙ্কা ও উদগ্রীবতা ম্রিয়মাণ হএগেল ।

বাহ্য জগতে এমতন পরিবর্ত্তন লক্ষ্যকরে মাতৃগর্ভস্থ মহাবীর চিন্তিত হএপড়ল । জুনু কার্য্য মঙ্গলকর হবে বোলে ভাব সে করছিল । তাহাযে জগতকে নিষ্ক্রয় করেদিবে তাই তাদের ধারণা ছিল। তাতজনে মহাবীর লৌকিক জগতে অবধারণা অনুযাই আবার মাতৃগর্ভতে চলপ্রচল হবা আরস্ক কল । দেবী ত্রিশলা যতখানে শিশুর সজীবতা লক্ষণ জানতে পারল সে খুসিতে আত্মহরা হএ উঠল ।

সেদিন থিকে মহাবীর প্রতিজ্ঞা কল যে জুনু মাতা পিতা তাকে অত আদর যত্ন মধ্য বাঢাতে আশা পোষণ করেছে , তাইদিকে সে তাঙ্ক জীবদশা কবে হলে দুঃখী করবেনা ।

মহাবীর জন্ম

বসন্ত মহোসব । চতুর্দ্ধিশি বণ্এিল সমাবেশ আর প্রকৃতির প্রতিটি অঙ্গে নবোন্মেষর স্পন্দন । এপরি এক কমনীয় প্রভাতে দাসী প্রিয়ংবদা এষই মহারাজা সিদ্ধার্থকে নবজাত শিশুর ভূমিষ্ঠ হবা সংবাদ জাণাল । রাজা সিদ্ধার্থ এই সংবাদ শুণে আনন্দ অতিশয্য দাসীকে বহুমূল্য উপহার প্রদান করে আজীবন দাসত্বথিকে মুক্তি কল । মহাবীর ভূমিষ্ঠ হবা সংগে সংগে দাসী প্রিয়বদা এক নূতন জীবন লাভ কল । পরস্পর সংবদ্ধিত সংঘটিত এই ঘটণা

দ্বয় সুচনা দিএযে মহাবীর যুনু কর্ত্তব্য সংপাদন করে পৃথিবীতে অবতারিত হএছে এহা তার এক উপক্রমণিক মাত্র ।

মহারাজা সিদ্ধার্থ নবজাতকর জন্মোসব মহাড়ম্বর পালন করবা জনে মহামন্তীকে আদেশ দিল । রাজা আদেশ ক্ষত্রিয়কুণ্ড গ্রাম সুশোভিত , সুসজিত হল । বিভিন্ন স্থানে তোরণ নির্মতি হল । প্রসাদ আর অট্টালিকানানা বণেএতে পতকা দোলায়িত হল । রাজপথ মানঙ্কতে সুগন্দ অতর পিচকারী ,নানা পুষ্পসমারহ আর চিত্রিত বিপণী সাজসজা ইদ্রপুরীতে ভ্রম সৃষ্টি করল । এই উত্সব আনন্দমুখ ও সরস সুন্দর করে তুলে নট-নটীরা তাদের মনোলভা নৃত্য প্রদর্শন কল । গায়ক-গায়িকাকণ্ঠনিঃসৃত সুললিত সংগীত পরিবেশ বেশ জীবন্ত করে তুলছিল । তার ব্যতীত স্থানে স্থানে পণ্ডিতরা ধর্মশাস্ত্র চর্চ্চা মধ্য করছিল । রাজকোষথিকে ধন মুক্ত হস্তে প্রজামধ্য বিতরণ করাযাত্ছল । রাজ্যতে আনন্দ ছুটছিল ।

মহাবীর পৃথিবীর কল্যাণ জনে অবতীণর্ঞ হএছিল । তার প্রতিটি রক্ত বিন্দু মানব-জাতির সেবা জনে ব্যাকুল অছিল । সে তার এই মহনীয় আদর্শ ভূমিষ্ঠ হবা সংঙ্গে সংঙ্গ পরোক্ষ ভাবে কার্য্যকারী করছিল ।

অলৌকিক শিশু

মহাবীর জন্ম নিএসারবা পরে দেবী ত্রিশলা আনন্দ সীমা ছিলনি কারণ সে নিজে বহু সাধনা সংযম আচরণ দ্বারা এপরি পুত্র মাতা হবা সৌভাগ্য অর্জন করতেপেরেছে ।যূনদিন থেকে শুভস্পন

দেখে সে অবগত হল তাদের পুত্র ধর্মচক্রবর্ত্তী হবে, সেদিন থেকে সে অতি নিষ্ঠাপর জীবন যাপন করল । সমস্ত প্রকার রাজসিক খাদ্য পরিত্যাগ করে সে সাত্ত্বিক আহার করল । সে হৃদয়ঙ্গম করল যে শিশুর মানসিক প্রস্তুতি মাতৃগর্ভতে হএছিল । মাতার মানসিক অবস্থা ভারসাম্য রক্ষাসংঙ্কে শিশুর মানসিক স্থিতি অঙ্গাঙ্গীভাবে জডিত ।

যদিও শিশুর আগমন সাধারণ লৌকিক জগতকে হএছিল তথাপি অসাধারণত্ব, অলৌকিকতা সে ত্যাগ করেছিলনি । শিশউর রূপে এক অদ্ভুত ঔতল্য ছিল । তার নিশ্বাস পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চল পদ্মফুল সুরভিত হএউঠল আর শরীর স্বেদবিন্দু নির্গত হছিল । শিণুর রক্তর রঙ্গ গোক্ষীর সদৃশ ধবল বণ্র্ও ছিল । এই পঞ্চমভূত পরিবেষ্টিত জগতকে এসে মধ্য সে এইখানে বহু উর্দ্ধতে ছিল। এহি অদ্ভচত অলৌকিক শিশুকে দর্শন করতে আসছিল দর্শনাভিলাষী অবাধ সংবাদ অপরিমিত । সেই শিশুর দর্শন প্রত্যেক ব্যক্তি অপুর্ব শান্তি ও অদ্ভুত আনন্দ উপলবধ করছিল । সেই শিশু জুন সময় জন্ম হল , সে লগ্ন মধ্য সংপূণ্এও মাহেন্দ্র লগ্ন ছিল ।চৈত্র শুক্ল ত্রয়োদশী, উতরাফালগুনী নক্ষত্র সহিত চন্দ্রমার সংযোগ প্রত্যেকটি গ্রহ তাদের সর্বচ্চে আসনে আসীন ছিল ।

মহাবীর পরিবার

মহাবীর নিজের সহজ-স্বভাবসিদ্ধ অসাধারণ গুণাবলী জনে অনেক নাম প্রখ্যাত হএছিল । সেই নামগুণ হল - বদ্ধমান, শ্রমণ , মহাবীর, সম্মতি, বীর, অতিবীর ও জ্ঞানপুত্র । বৌদ্ধ-সাহিত্য

তার নাম নাত্তপুত্র বোলে দেখতে মিলে । মহাবীর পিতার তিনটি নাম ছিল - সিদ্ধার্থ ,শ্রেয়াংস আর যশস্বী । তার গোত্র ছিল কাশ্যপ । মহাবীর মাতার মধ্য তিনটি নাম ছিল । সে নাম গুন হল ত্রিশলা বিদেহদত্তা ও প্রিয়কারিণী । তার গোত্র ছিল বশিষ্ঠ । মহাবীর দাদার নাম সুপার্শ, পিসীমার নাম যশোদা , জ্যেষ্ঠ ভাইর নাম নন্দীবর্দ্ধন , ভাইজায়ার নাম ছিল জ্যেষ্ঠা আর জ্যেষ্ঠাভগ্নীর নাম সুদর্শনা

নাম করণ

পুত্রজন্ম পরে সিদ্ধার্থ নিজের অত্মীয়স্বজন ও সভাসদকে নিএ এক নামকরণ উস্ছব আয়োজন কল আর সেইখানে ঘোষণা কল - এই পুত্র ভূমিষ্ঠ হবাপর বৈষালী নগরী তার প্রতিবিভ অভিবৃদ্ধি ঘটল ।বৈশালী নগরী একাধারাতে রুদ্ধিমন্ত ও শ্রী সংপন হএছে । কেবল ততকি নই মানবীয় স্নেহ-সৌহার্দ্ধ মধ্য এহার জন্ম পরে অধিক অধিক দৃটীভূত হএছে । রাজ্যর ধন, জন, গোপ, লক্ষ্মী ,পরিবর্দ্ধন করবাতে এহার নাম বর্দ্ধমান হএছে ।

সবাএ এক স্বরতে এই মতকে সমর্থন কল আর সেইদিনথিকে কুমার বর্দ্ধমান নামে পরিচিত হল ।

সম্মতি

ভগবান পার্শ্ব অনেক শিষ্য ভারত পরিভ্রমণ করছিল । তার সংজয় ও বিজয় নামক দুই শিষ্য ক্ষত্রীয়কুণ্ড় নগরকে এসেছিল । তার আকাশ বিচরণ করবারমতন শক্তি মধ্য প্রাপ্ত হএছিল । এপরি অলৌকিক শক্তি অধিকারী হএ মধ্য তার চিত সন্দেহমুক্ত

হএছিলনি । কুনু এক তত্ব সম্বদ্ধ তার সন্দিহান ছিল আর সেই সন্দেহ বিমোচন জনে জত প্রযত্নশীল হল মধ্য বিফল হল । তারা সিদ্ধার্থ রাজপ্রসাদকে এসে যতখানে তাকে সংদর্শন কল অবিলম্বে তার সংশয়গ্রন্থি ছিন্ন হল আর মন পুলকিত হএউঠল । তারপর তারা বর্দ্ধমানকে সম্মতি নামে সবোধিত কল ।

জ্ঞান ও শক্তির সমন্বয়

ক্রমবি বর্দ্ধমান সময়র সুঅরে ক্রমে ক্রমে বাঢেতে লাগল।বাল্যাবস্থা অতিক্রম করে সে ক্রমে কৈশোরাবস্থাতে উপনিত হল, কিন্তু সদাসর্বদা ভাবগম্ভীর অবস্থাতে সে রহছিল। মুখমণ্ডলতে কখন হল কৌণসি প্রকার উদবেগ বা উদবিগ্নতার চিহ্ন ছিলনা। এক নিরবছিন্ন প্রশান্তির প্রলেপ সদাসর্বদা তাঙ্ক মুখমণ্ডলতে বিরাজমান হছিল। ওথেকে যদিও বালসুলভ স্ফুর্ত্তি ছিল তথাপি চপলতা ছিলনা। কখন কখন সে সমাধিস্ত হোএ জাছিল। এমন ধ্যানমুদ্রা দেখে পরিচারিকারা তটস্থ হএযাছিল। জ্ঞান ওশক্তি উপরে জীবনর পূর্ণতা ও সফলতা নির্ভরশীল।শক্তিহীন জ্ঞান যেমন দয়নীয়, জ্ঞানহীন শক্তি মধ্য সেমন ভয়ঙ্কর, মাত্র এ দুটির সংযোগ মণিংাঞ্চনর সংযোগ। এ দুটির প্রভাবতে ব্যক্তি ধীরশক্তিসংপন্ন ওপরাক্রমী হএ। বর্দ্ধমান কেবল জ্ঞানী ছিলনা, অদ্ভুতশক্তিশালী মধ্য ছিল । একবার সে তাঙ্ক বাল্য সঙ্গীঙ্ক সহ গৃহোদ্যানতে আমলকী ক্রীডা খেলছিল। পিপপল বৃক্ষকে ক্ষ করে প্রত্যেক বালক দৌডাতে াগ। সমস্ত সঙ্গীকে পিছুনে ফেলে বর্দ্ধমান পিপলবৃক্ষ কাছে পহঞ্চি ওর অগ্রভাগকে আরোহণ কল। সে বৃক্ষথেকে অবতরণ করিবা

সময়তে দেখল যে এক ভয়ঙ্কর বিষধর সর্প সর্বাঙ্গতে গুডিএ হএ যাছে। সর্পর ফুত্করতে ভয় পে বর্দ্ধমানর ক্রীডাসঙ্গীরা পিপল বৃক্ষ নিকটথেকে প্রধাবিত হল, কিন্তু বর্দ্ধমান তিলে হএ ভ্রূক্ষেপ না করে স্বহস্ততে নিজরশরীরথেকে বের করে নিচেকে ফেলে দিল। বালকরা ওর এমনশক্তির চমত্কারিতা দেখে আনন্দ কলরব মধ্যতে ওকে প্রসাদকে নিসগেল।

বর্দ্ধমান মাত্র আঠ বছরতে এমন পরাক্রমশালী হএ উঠল যে ওর শৌর্য্য, বীর্য্য চতুর্দিগতে প্রচারিত হএ লাগল। রাজসিক তেজর অন্তরালতে ওর পূর্বজন্মর সাধনার সিদ্ধিস্বরূপ আধ্যাত্মিক তেজ মধ্য ফুটি উঠছিল। ক্ষত্রিয়ত ও ব্রাহ্মণত্বর অপূর্ব সমন্বয় ওরথেকে পরিলক্ষিত হছিল। রাজা সিদ্ধর্থ বর্দ্ধমানকে শিক্ষা দেবা উদ্দেশ্যেতে বিদ্যালয়কে পাঠাছিল। সমস্ত সুগুণর অধিকারী বর্দ্ধমান অত্যন্ত বিনয়ী ও নম্র ছিল। সকল বিদ্যারে পারদর্শী রাজকুমারকে বিদ্যালয় কি বা শিক্ষা দিতে সমর্থ হবে? অসাধারণ বাগ্মী, পণ্ডিত বর্দ্ধমানর প্রতিভাসম্মুখতে ওর গুরু মধ্য নিষ্প্রভ হএগেল। সে বর্দ্ধমানঙ্কু শিক্ষা দবা কথা দূরে রেখে বর্দ্ধমানঙ্ক কাছেথেকে নিজে নিজর সন্দেহ মোচন কল। কথিত আছে- দেবরাজ ইন্দ্র ছদ্মবেশতে আসে মহাবীরঙ্ক এঞ্জাদৃশ চমৎ কারিতা দেখে আশ্চর্য্যান্বিত হএযাছিল। বর্দ্ধমানকে রাজপুরীকে ফিরিএ এণে রাজা সিদ্ধার্থকে বোলিল- সর্ব বিদ্যা প্রবীণকুমারঙ্কর বিদ্যালয় যাবা নিরর্থক । আপিনি ওকে গৃহতে রাখ।

বিবাহ ও বৈরাগ্য

কুমার বর্দ্ধমান কৈশোরাবস্থা পরিত্যাগ করে পরিণত যৌবনতে উপনীত হল। অনুপম সৌন্ধর্য্যর অধিকারী মহাবীরঙ্কর কমনীয় মুখমণ্ডল,সহজ সুঠাম অবয়ব সবায়ির দৃষ্টি আকর্ষণ করছিল। তাই ওর পিতামাতা কুমারকে বিএ জানে আগ্রহী ও তত্পর হএ উঠল।

একবার কুমার বর্দ্ধমান জন্মউস্ছবতে নিমন্ত্রিত হএ কলিঙ্গধিপতি জিতশত্রু বৈশালীকে এসেছিল । কেুমার রূপতে বিমুগধ হএ তাকে নিজের জামাতা রূপে বরণ করবারজনে আগ্রহী হএ উঠল নিজে রাণীর মানাভাব জাণবাপর সে দূতকে প্রেরণকল সিদ্ধার্থ ও মহারাণী ত্রিণলাদেবী মধ্য নিজ মন অনুরূপ প্রস্তাবকে আনন্দতে স্বীকৃতি প্রদান করে বর্দ্ধমান তার মন জাণবা জনে জিগেস কল । আজীবন ব্রহ্মচর্য্য পালন করবা ইচ্ছুক থাকবা কুমার এহাকে আন্তরিক সমর্থন করবে বা কেমতন ? তথাপি সে পিতা-মাতাকে দুঃখ না দেবার জনে সন্যাসীধর্ম গ্রহণ নাকরবা জনে প্রতিজ্ঞাকরে এই প্রস্তাবতে সম্মতি প্রদান কল । তার বিবাহ সম্বদ্ধতে এহা হছে শ্বেতাম্বর মত ।

ঁকিন্তু দিগম্বর পরংপরা মতনুযায়ী মহাবীর বিবাহ প্রস্থাব প্রত্যাখ্যান করবা দ্বারা কলিঙ্গধিপতি জিতশত্রু ও তার কন্যা যশোধা দুঃখতে বিষণ্র্ণ হএ সন্যাসী ধর্মতে দীক্ষিত হল । জিতশত্রু ওড়িশার উদয়গিরিতে তপস্যাকরে মোক্ষ প্রাপ্ত হএছিল আর তার কন্যা যশোদা কুমারী পর্বত নামক স্থানে তপস্যা করে দেহ ত্যাগ কল ।

রাজৈশ্বর্য্য-কোলে লালিত পালিত হএ সুদ্ধা মহাবীর জলে পদ্মতুল্য সংসার সমস্ত বস্তুপ্রতি অনাশক্ত হল । তার মন-সমুদ্র অগণিত প্রশ্নবাচীর ঢেউ উঠছিল । অহরহ দ্বন্দ্ব দোলিতে দোলায়মান হএ সে ভাবতে পারছিল সৃষ্টির এই অসামঞ্জস্য কুথাএআছে । জণে সস্কদ্দর বন্যাতে প্লাবিত হছিল অন্য জণে দরিদ্র প্রচণ্ড জস্কলা দগধ হছে কেন ? জন্ম- মৃত্যুর রহস্য কি ? অদ্ধবিশ্বাস মধ্য বুড়েরহে অবোধ মানুষ কেন জাণতেপারেনা কুনটা.তার গ্রাহ আর কুনটা অগ্রাহ ? গৃহস্থ - জীবন যাপন করে মধ্য সে সাংসরিক সুখথিকে বহু দূরতে ছিল ।একান্ততে বসে সে চিন্তা করছিল সে আমোদ-প্রমোদ বিলাস -ব্যসনতে বুনেরহে কি জীবন ? জন্ম-মৃতু্্য চক্র নিজেকে মুক্ত করবা কি মণুষ্যর কর্ত্তব্য নই ? জন্ম-মৃতু্্য চক্রকে নিজে মুক্ত করবা মনুষ্য কর্ত্তব্য নই ? মনুষ্য জীবন পরি এক দুর্ল্লভ জীবন লাভ করে মধ্য কেহি জণে হেলে অনন্তজ্ঞান অধিকারী হবা পাইঁ আগ্রহান্বিত হএনি কেন ? মহাবীর ২৮ বর্ষ বয়স হবা সময় তার পিতা-মাতা স্বর্গারোহন কল । তার জীব দশা সন্যাসব্রত গ্রহণ নাকরে সে প্রতিজ্ঞা কল, তেণু তারা মৃতু্্যপর সে নিজে মুক্ত বিহঙ্গসম অনুভব কল । সে নিজ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নন্দীবর্দ্ধন কাছে টিএ সন্যাসব্রত হবা অভিলাষ প্রকাশ কল । এডশ শুনে নন্দীবর্দ্ধন তাকে বারণ কল যে অপরিণত বয়সে সন্যাস গ্রহণ কলে নিজে লক্ষ্য ভ্রষ্ট হবা সম্বাবনা আছে । তাই বিচার বুদ্ধি বয়স পরিপকব হবা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করবা জান মহাবীরকে উপদেস দিল ।

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার এমতন আদেশ পিএ মহাবীর দুই বর্ষর পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা কল । কিন্তু হঠাত এক দিন সে নিজে মধ্য কস্কন অনুভব কল ।সেই কস্কন তাকে সূচনা দিএছিল যে সাংসারিক বন্দন ত্যাগ করবা প্রকৃত সময় উপগত হএছে । এই অনুভব কলাপর সে পরিবার কুনু সদশ্য বারণকে কশঞপাত নাকরে অচল অটল রহিল । সমগ্র প্রসাদ পুরোজন তাকে বিদায় দবা জনে শোকাবিহ্বল হএ যাত্রা আয়োজন কল । সুগন্দিত জলে চান করে মহার্হ বস্ত্র পরিধান করে মহাবীর হীরা -লীলা খচিত এক সুসজিত পালিঙ্কিতে পূর্বদিগ মুখকে আসীন হল । তার দক্ষিণ পার্শ্বঅলঙ্কার বিভুষিতা হএ শ্বেতবস্ত্র পরিধান করে প্রসাদর এক জনা বয়সী মহিলা আর তার বাম পার্শ্বতে তার প্রধান ধাত্রী আসীন হল । এক অনিদ্য সুন্দরী যুবতী তার পৃষ্ঠদেশে দণ্ডায়মান হল তাকে ব্যজন করবা লেগে । অগণিত জনতা তাকে অনুগমন কল । জ্ঞাতষণ্ড উদ্যানতে সে পালিঙ্কি অবতরন করে অশোক বৃক্ষ কাছে গেল । সেইখানে রজকীয় পোষাক পরিত্যাগ করে লনণ্ডিতমস্তক হএ সন্যাসী বেস ধারণ কল । সে সময় সমগ্র বাতাবরণ আশ্চর্য্য জনক ভাবে শান্ত, স্তির আর মৌন ছিল । সন্যাসী বেশ পরিধান করে কুমার ঐশান্য কোণ মুখ করে দণ্ডায়মান হল । তার শরীরথিকে অলৌকিক জ্যোতি আর মুখমণ্ডল অপূর্ব আনন্দ বিকশিত হল । কুমার কৃতাঞলি পুট নমো সিদ্ধাণ উচ্চারণ পূর্বক সিদ্ধ আত্মার নমস্কার কল আর : আমার পক্ষে সমস্ত পাপকর্ম অকরশীয় অটে : কহে সে নিজের অহংকার আর

মমত্ব ত্যাগ কল । তারপর কুমার প্রজাবর্গথিকে বিদায় নিএ মহানির্বাণ পথে অগ্রসর হল ।

ঝঝঝ

তপশ্চর্য্যা ও কৈবল্যপ্রাপ্তি

কর্মার গ্রামে মহাবীর

মহাবীর নিজের জন্মভূমি পরিত্যাগ করে কর্মার গ্রামে পহাঞ্চাল । সে উপবাস ছিল । ক্ষুদা, তৃষ্না , জীবনে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য , পারিপাশ্বিক পরিবেশ মোহ তাকে কুনু প্রকার বিব্রত করেছিলনি । তার একমাত্র লক্ষ্য ছিল নির্বাণ অনুসদ্ধান ।

গ্রামের অনতীদূর জঙ্গল মহাবীর দণ্ডায়মান হএ ধ্যান মগ্ন হল । তার মুদ্রিত চক্ষু , প্রলম্বিত বাহু যুগল ও স্তিতধী মুদ্রা দূরকে এক প্রস্তরস্তস্ক ভ্রম সৃষ্টি কল । এহি সময় এক গউড তার বলদ সঙ্গে নিএ ঘরকে ফিরছিল । মহাবীর দেখে সে নিজ বলদ সেঠারে চরবা জনে ছেড়েদিল । মহাবীর ধ্রানস্থ থাকবা কথা গউড জানতে পারল । ইতি মধে বলদ চরে চরে গন জঙ্গল ভিতরে চলেগেল । গউডটি নিজের কাম সেরে জঙ্গল ফিরবাপর দেখল যে বলদটি নির্দ্ধষ্টি স্থানে নেই । তারপর গুআল তার বলদকে খুজে খুজে ধ্যনসীন মহাবীর কাছে পহঞ্চল তাকে বলদ বিষয় জিগেস কল । মহাবীর ততখানে অন্তজগতে লীন ছিল । তাইজনে উতর দিবাত দূর কথা সে গুআল প্রশ্নকে মধ্য শুনতে পারেনি । এহাদেখে গুআল ভাবল বোধে লেক বলদ সম্বধ কিছু জানেনি , তাইজনে সঙ্গে সঙ্গে জঙ্গল ভিতরে খুজবার জনে চলেগেল ।ক্রমে দিন

অতিক্রান্ত হএ সন্দ্যা উপনিত হল । সমগ্র জঙ্গল অন্দকার বাডতে লাগল । এহাদেখে ঘউ্শও ঁশধ্য হএ ঘরকে পত্যাবর্তন কল । চিন্তিত অবস্থাতে গউড় রাত্রযাপন কল । পাক্ষীর কাকলী প্রভাত আগমন বার্তা শুণাল । গুআল শয্যা ত্যাগ করে নত্যকর্ম সেরে আবার বলদকে খুজবার জনে বেরল । জঙ্গল পহঞ্চে তার আশ্চর্য্য সীমা রহিলনি । সে োদখল গিরিরাজ হিমালয় সদৃশ মহাবীর ধ্যানমগ্ন । তার বলদ তার চতুরপার্শ্ব বিচরণ করছে । সন্দ্যা সময় বলদ অনুপস্থিত আর প্রভাততে তার আকস্মিক উপস্থিত দেখে গউড় অনুমান করেনিল এই শ্রমণ নীতিবাদী নই । পূর্বর হতাশ , গ্লানি, মনস্তাপ আর তত সংগে সংগে এমতন এক অবিশ্বাস পূর্ণ দৃশ্য তাকে ক্রেধান্বিত করেদিল ।

ক্রেধ আবেগ বিবশ হএ সে জুন দড়ি বলদ বান্দবার জনে এনেছিল, তাইতে মহাবীরকে প্রহার করতে উদ্যত হল । মাত্র হঠাত ঘোড়াটাপুর শব্দ শুনে আটকে গেল । রাজা নন্দীবর্দ্ধন অশ্বপৃষ্ঠ অবতরণ করে মহাবীর পরিচয় প্রদান কল । সে এসব শুনে অনুতপ্ত হএ মহাবীরকে প্রণাম করে প্রই্থান কল । গুআল চলেযাবার পর নন্দীবর্দ্ধন বলিল ভগবান সময় ব্যবধান মানুষকে কিবা নাকরে ? কাল প্রর্য্যন্ত আপনি রাজকুমার আসনে আসিন ছিল । কিন্তু আজ আপনি এপরি দয়নীয় স্তিতিতে পহঞ্চেছে যে এক সামান্য গুআল আপণাকে অবমাননা কল । এই দৃশ্য আমার জনে অসহ্য । আমাকে আদেশ দিন আপণার সুরক্ষা ভার বহন করিব ।

এই উক্তি শুনে মহাবীর ওঠে সামান্য হাসি ফুটে উঠল । সে কহিল সুরক্ষা কিএ করবে ? কাহার বা করবে ? বর্তমান এই শরীর সহিত আমার সংপর্ক নেই । শরীর সহিত সংপর্ক থাকবা প্রর্য্যন্ত জীবন প্রতি মোহ , মৃতুপ্রতি ভয় , সুখর আকাংক্ষা দুঃখপ্রাপ্তি বিষাদ, ইপসিত বস্তু জনে প্রাপ্ত বস্তু হারাবা অনুশোচনা - এ সমস্ত জাগতিয় মায়া মোহ আমাকে আজ পর্য্যন্ত বেন্দে রেখেচিল । মাত্র আজ আমি মুক্ত । মুক্ত পাক্ষীর পিঞরা কুনু আবশ্যক নেই । আমি জুন সুখ অনুঙব করছি সেই প্রাপ্তি - অপ্রাপ্তি অর্থ এক । টাহা পাইঁ জীবন - মৃতু, সুখ-দুঃখ , সব কিছু সমান, সে ভয় করবে কাহাকে ? সে অরক্ষিত নই - সে অত্যন্ত ভাবে সুরক্ষিত । তাইজনে আমার সুরক্ষা প্রশ্ন উঠছে কুথাএ ।

ক্রমশঃ বর্দ্ধমান কাছাথকে এমতন রুঢ বাক্য শুনে নন্দীবর্দ্ধন বিস্ময়মুখ হএগেল । তথাপি সাহস সঞ্চয় করে চাতুর্য্যপূণ্ঞ বাক্য বলিল ভগবান আপণি স্বয়ং মহাবীর , আমি আপণার কি সুরক্ষা করব ? অতকি মাত্র নিবেদন যে আপণার অনুগ্রহকরে সামান্য সহায়তা করবার জনে অনুমতি দাঅ ।

মহাবীর বলিল এহা একান্ত অসম্ভব । অর্হত কাহারসহায়তা অপেক্ষা করেনা । সে স্বয়ং পুরুষার্থ আর স্ব-অধ্যবসায় কৈবল্যপদ প্রাপ্ত হবা জনে প্রয়াসী হবা উচিত ।

মোড়ক রাজ্য মহাবীর

সাধনার দ্বিতীয় বর্ষর ভগবান দক্ষিণ বাচল উত্তর বাচাল যাছিল

। দুটি নদী এই দুই স্থানে প্রবাহিত হছিল - কটির নাম সুবণ্র্ঞবালুকা, অন্যটির নাম রৌপ্যবালুকা । সুবণ্র্ঞবালুকা কূলে একটি কাণ্টাবণ ছিল । মহাবীর সেই পথদিএ অতিক্রান্ত হবা সময় তার উতরীয় কাণ্টা লেগে তলে পডেগেল । সে ক্ষণমাত্র তার পরিধেয় প্রতি দৃষ্টিপাত করে নিজে পথে অগ্রসর হল আর সেইদিনথিকে সে দিগম্বর হল বোলে কথিত আছে ।এই ঘটণাতে সূছিত হএযে, নিজ লক্ষ্য পথে প্রতিকূল বা অন্তরায় হএছে যে কুনু বস্তু বা ঘটণাপ্রতি সে একটুহলে ভ্রুক্ষেপ করছিলনি ।

ভগবান গৃহ ত্যাগ করবাতে দেবালয়, অরণ্য , পথপ্রান্ত বা শ্মশানভূমিতে অবস্থান করছিল ।সে অনেক স্থান ভ্রমণ করে মোড়ক রাজ্য ধূমককড় রুষি আশ্রম পহঞ্চাল । এই রুষি তার পিতা সিদ্ধার্থর মিত্র ছিল । রুষিপ্রবর মহাবীরকে স্বাগত জাণাল । মহাবীর সেইখানে এক দিন অতিবাহিত করে আবার জাবার জনে উদ্যত হল । এহাদেখে রুষি বলিল - মহাভাগ আপণি এইখানে নিঃসঙ্কোচতে নিজের আশ্রম মতন মনে করে জত দিন ইছা রহিতে পার । তথাপি আপণি যতখানে যাতে বেরেছ আমি আপণাকে বাধা দিছিনি ।কিন্তু আমার আন্তরিক ইচ্ছা , আপণি এই বর্ষর বর্ষমাসতক এইখানে থাক ।

রুষির এই অনুরোধ কুনু উত্তর নাদিএ মহাবীর সেইখান থিকে চলেগেল । ঠিক বর্ষারুতু পূর্বথিকে সে আশ্রম চলেআসল ।কুলপতি মহাবীর রহিবার জনে এক কুটির প্রদান কল । সে সেইখানে বসবাস কল ।

মহাবীর একমাত্র কার্য্য ছিল ধ্যান । বর্ষা রুতুর আগমন রৌদ্রতাপ দগধ পৃথিবি বারিপাততে সজল , চপল , সুকোমল হএউঠল । অরণ্যর চতুদ্ধিগ সবুজশ্রী রূপ নিল । তাত্জনে নিকটে গ্রাম গুন গোরুগাই চরবানিমিত্ত অরণ্য আসল । তারা অরণ্যকে এসে তপস্বীদের কুটীর-আচ্ছাদিত ঘাস খাল । তাইজনে প্রত্যেক আশ্রমবাসী নিজের নিজের কুটীর সুরক্ষাভার নিজে নিল । মাত্র মহাবীর একমাত্র ব্যতিক্রম । সে সদা সর্বদা চক্ষু মুদ্রিত করে যোগাসীন রহছিল বাহ্যজগত ক্রিয়াকলাপ প্রতি দৃষ্টি দিতে পাছিলনি । ফলতে বারম্বার তার কুটীর গাসকে গোরুরা খাতে লাগল । আশ্রম জনৈক অন্তেবাসী কুলপতিকে অভিজোগ কল যে বারম্বার অনুরোধ সত্বে মহাবীর কুটীর রক্ষণাবেক্ষণ করছেনি । আশ্রম অন্তবাসী কণ্ঠতে তার প্রতি অসন্তোষ চিহ্ন স্পষ্ট বারতেহছিল । কুলপতি এহাশুনে অত্যন্ত বিনয়তা সহ বলিল - মুনিবর সামান্য এক পাক্ষী নিজের নিড়কে রক্ষাকরতে সমর্থ হবাস্থলে আপণি এক ক্ষত্রিয় হএ নিজের আশ্রম সুরক্ষা নাকরবা অত্যন্ত আশ্জর্য্য কথা । আশাকরি ভবিষ্যততে আমি এমতন অভিযোগ শুনতে নাপারি ।

এহাশুনে মহাবীর বলিল - আপণি অরণ্বস্থ আশ্বস্থ থাক আর কুনু রকম অভিযোগ আপণার কাছে আসবেনা ।

কুলপতি ফিরে মহাবীর চিন্তাকল - আমার লক্ষ্য হছে সত্যর অনুসন্ধান । তাইজনে লক্ষ্যতে বিচুত হএ নিজের আশ্রম সুরক্ষা কার্য্যতে নিয়োজিত হতে পারেনি । অপরপক্ষে গোরুরা কুটীরকে

নষ্ট করবাতে আশ্রমবাসী অসন্তুষ্ট হছিল ।এমতন অপ্রীতিকর পরিস্থিতি একানে অধিক ক্ষণ বসবাসকরবা ভাল নই । এই চিন্তা করবামাত্রেতার পদযুগল গতিশীল হএউঠল আর সে ততক্ষণাত আশ্রম থিকে নিষ্ক্রান্ত হএগেল ।

আশ্রম সমস্ত ঘটণা তার সম্মুখে এক নূতন দিগন্ত উনচন কল । সে মনে মনে সংকল্প কল ।

১) কুনু অপ্রীতিকর স্থানে রহিবেনা

২)প্রায়ত মৌনব্রত পালন করবে ।

৩) প্রত্যহ ধ্যান নিমগ্ন রহিবে

ফলতে আর কুনু প্রকার বাধাবিঘ্ন তাকে বিচলিত করতেপারেনা । সে ধীরে ধীরে অমৃত সন্ধান অগ্রসর হতে লাগল ।

অভয় পরীক্ষা

মহাবীর অস্থিল গ্রামে শূলপাণি মন্দির দ্যানস্থ হবাজনে স্থির কল । এহাশুণে সমস্থ গ্রামবাসী তথা মন্দির পূজক ভয়ভীত হএ পড়ল , কারণ মন্দিরটি পরিবেশ অত্যন্ত ভয়ভীত ছিল । তত্র শূলপাণি পক্ষ অত্যন্ত ক্রুর প্রকৃতি । প্রাতঃ সময় রাত্র যাপনকরে মৃত শরীর দেখতে মিলিল । তাইজনে তারা মহাবীরকে গ্রাম ভ্যন্তর ভপবেসন করতে অনুরোধ কল ।

মহাবীর এসব শুণবা পর কহিল - আমি গ্রামকে যাবার কুনু আপচি নেই , কিন্তু সাধনার প্রথম সোপান হছে ভয়কে জয় করবা । আমার পক্ষে এই শুযোগটি হছে পরীক্ষার এক প্রকৃষ্ট সময় আর আমি এহার সম্মুখ হবা আগ্রহী

এত্বার নিরুপায় গ্রামবাসী চলেগেল ও মহাবীর ধ্যানসীন হতে বসল ।রাত্র গভীরতা ক্রমশঃ বাড়তে লাগল , চতুদ্ধিগ নীরব, নিস্থবদ । মহাবীর গভীর ধ্যানমগ্ন । রাত্র অধিক সংগে সংগে মহাবীর ধ্যান ক্রমে প্রগাড প্রগাঢতর হল । এই সময়ে শুণাগল প্রচণ্ড় অটহস্য । রাত্র নিস্তবদতা বুকু চিরে ,ক অটহাস্য গগন পবন প্রকস্কিত কল । মহাবীর কিন্তু ছিল ্রেপ্রকস্ক ।তার মন উদবিগ্নতা কুনু রেখাপাত ছিলনি । এহাপর এক প্রচণ্ড হাতী উপস্থিত হল । সে নিজে শুণ্ড দান্ত দ্বারা মহাবীরকে ঘোর আঘাত কল , কিন্তু মহাবীর অবিচলিত । ততপর এক বিষধর সর্প ফুতকার অরণ্য কোন -অনুকোণ শদ্ধায়িত হএউঠল ।বৃক্ষর পাক্ষী মধ্য ভয়ভীত হএ সেই স্থান পরিত্যাগ কল। সে ভয়ঙ্কর সর্প মহাবীরকে বারম্বার দংশন কল । মাত্র ভয়ঙ্কর চরিত্র পক্ষে সমস্ত অপচেষ্টা ব্যর্থ হল । ভৌতিক অট্টহস্য , ভয়ঙ্কর সর্প , শক্তিশলী হস্তী কেউ ক্ষণিক মধ্য মহাবীর মন প্রশান্ত মহাসাগর সামান্য আলেড়ন সৃষ্টি করতে পারলনি । শেষে যক্ষ হতচেষ্টা হএ ফিরেগেল আর মহাবীর হল বিজয়ী

করুণার প্রতীক মহাবীর

মহাবীর অস্তিক গ্রাম প্রস্থান করে মোরাক সন্নিবেশ পহঞ্চল আর তত্রত্য এক উদ্যানতে অবস্থাপন কল । সেই স্থানে অচ্ছন্দক নামক ,ক তপস্বী রহছিল । সে সামুদ্রিক শাসত্র , বশীকরণ তন্ত্র , মন্ত্র আদি বিদ্যা কুণলী ছিল । তাত্জনে সেঠারে তার প্রসিদ্ধ হল ।

সেই উদ্যান উদ্যানপাল দেখল যে কুনু এক তপস্বী দুৎ দিন ধরে ধ্যানরত । ভগবান প্রতি তার মনে শ্যধ্ধা জাগ্রত হল ।সে ভগবান উপস্থিতি সর্ক্কর্ক সমস্তকে সূচনা দিল বহু লেক দর্শন নিমিত্ত আসতে লাগল আর তার ধ্যান মুদ্রা দেখে মুগধ চকিত হএগেল।

কাছে জনতা মহাবীর প্রতি আকর্ষতি হবা দেখে অচ্ছন্দত বিচলিত হএউঠল । সে ভগবানকে পরাজিত করবার উপায় স্থির কল । নিজের কিছু সমর্থককে নিয় সে ভগবান সম্মুখে উপস্থিত হল । ততখানে ভগবান গভীর আত্মচিন্তাতে নিমগ্ন ছিল । তার হৃদয়তে জয়-পরাজয় কুনু স্থান ছিলনি ।

অচ্ছন্দন বলিল হেতরুণ তপস্বী তুমার মৌনব্রত অবলম্বনপূর্বক ধ্যানস্থ হয়ছ কেন । যদি তুমি প্রকৃত জ্ঞানী , তবে আমার প্রশ্নর উতর দিন । বল আমার হাতে থাকবা কুটাটি ভাঙ্গবে কি না ? অচ্ছন্দকর এহি অবান্তর প্রশ্ন মধ্য ভগবানর ধ্যনভঙ্গ হল নাহিঁ । সেই স্থানে সিদ্ধার্থ নামক ভগবানর এক উপাসক উপস্থিত ছিল । সে অতিশয় জ্ঞানি ।

সিদ্ধার্থ অচ্ছন্দক এহি অবান্তর প্রশ্ন উত্তর দিতে যিএ বলিল - অচ্ছন্দক এমতন সরল প্রশ্ন উত্তর দিতে যিএ ভগবানর ধ্যান ভগ্ন করবা কুনু আবশ্যক নেই । এহার উত্তর আমি দিছি শুণ - এই কুটাখণ্ডক এক জডবস্তু । এহার নিজের কুনু কত্তৃত্ব নেই । তবে তুমি জদি এহাকে ভাঙ্গতে চাহঁ , তবে সে ভেঙ্গে যাবে নচেত তাহা ভাঙ্গবেনা ।

উপস্থিত জনতা এহাশুনে ভাবল - যে অচ্ছন্দক এমতন সরল কথা মধ্য জানেনা গূঢতত্বসম্বদ্ধ তাহার কত বা জ্ঞান থাকবে ? এই ঘটণা পর অচ্ছন্দক প্রতি জন সমাজ আদর কমতে লাগল । অচ্ছন্দক ভাবল - মহাবীর যদি বলবে কুটাখানি ভেঙ্গেযাবে , তাহলে আমি তাকে ভাঙ্গবনা আর কুটাটি যদি ভাঙ্গবে না বলে যদি বলে , তাহলে আমি কুটাটি ভেঙ্গেদিব । মহাবীর সেমতন উতর দিলে পরাজিত হবে । কিন্তু ঘটণা চক্র এমতন ভাবে গতিকল যে সিএ মহাবীর কে পরাজিত করবার জনে বেরেছিল । সে জনতা দরবারে স্বয়ং পরাজিত হএগেল ।

এহাপর অচ্ছন্দক এক দিন মহাবীর কাছে গেল আর দেখল যে মহাবীর ধ্যানমগ্ন না হএ একাকী বসেছে । সে অতিশয় বীনম্রর ভাবে বলিল মহাশয় আপণি পরম পূজ্য আর আপণার ব্যক্তিত্ব অতি বিশাল । আমি জেনেছিযে মহান ব্যক্তিত্ব কবে ৪ুদ্র ব্যক্তিত্ব আচ্ছাদিত করবার জনে ইচ্ছুক হএনা ।

এহাবলে আচ্ছদক গ্রামে অভিমুখে চলেগেল । অচ্ছন্দক প্রত্যাবর্ত্তন সঙ্গে সঙ্গে ভগবান সেই স্থান পরিত্যাগ করে বাচাল দিকে গমন কল । অচ্ছন্দক প্রতি তার করুণাভাব তাকে সেইখানে মুহুর্ত্তে মধ্য রাখতে দিলনি ।

চক্রবর্ত্তী মহাবীর

মহাবীর সাধনা দ্বিতীয় বর্ষর ।সে দিন থুণাক কাছে ঘুরছিল । সে সময় পুষ্য নামক এক প্রখ্যাত সামুদ্রিক ছিল । অভ্রন্ত তার ভবিষ্যত গণনা । একবার সে গঙ্গা কূলে বুলবার সময় বালিতে

অঙ্কিত এক পাদ চিহ্ন দেখল । সে পদচিহ্ন দেখে আশ্চর্য্য সাগরে বুডেগেল ।

সে ভাবতে লাগল - এইটি যার পাদ ছিহ্ন সে কুনু সাধারণ মানুষ নই কি সাধারণ রাজা মধ্য নই , সে নিণ্চয় এক জণা চক্রবর্ত্তী হবে । কিন্তু চক্রবর্ত্তী আর একাকী পদযাত্রা, আবার শুন্যপাদ এহা কেমতন সমভব ?আমি স্বপ্ন দেখছিতনিত ? এমতন সন্দেহ-সাগর সে নিমচ্ছমান হতে লাগল ।

সেই পদচিহ্ন কাছে উপবেসন পূর্বক সে পুনঃ সূক্ষ্ম গণনা করতে লাগল আর তার পূর্ব গণনা যে ঠিক , তা নিঃসন্দেহ হল । সে আবার মনকেমন বলিল - আমি যদি সামুদ্রিক শাস্ত্র প্রকৃত জ্ঞান অর্জন করেথাকি আর শ্রদ্ধার সহিত গুরুর সেবা করেথাকি , তবে এহি পদচিহ্ন নিশ্চয় কুনু এক চক্রবর্ত্তী । আমার অনুমান যদি মিথ্যা প্রমাণিত হএ , তবে যাণবে যে আমার শাস্ত্র জ্ঞান মিথ্যা ।

সেই পদচিহ্ন ক্রমঃ অনুসরণ করে সে থুণাক সন্নিবেশ উপগত হএ দেখলযে সেই খানে এক সাধু ধ্যনমুদ্রা দণ্ডায়মান ।সে মহাবীর শরীর আপাদমস্তক এক অর্থপূণ্এঃদৃষ্টি নিরক্ষণ করতে লাগল ।মহাবীর শরীর লক্ষণ লক্ষণ তার চক্রবর্ত্তী ত্বর সূচনা দিএথাকে তার বর্ত্তমান স্থিতি জাণাপড়ে যে সে এক পদযত্রী ভিক্ষু মাত্র । দিগভ্রান্ত হএ পুঁ্যে সেঠারে কিছু সময় দড়িএ রহিল । ভগবান ধ্যান বিরত হল পুষ্য তাকে অভিবাদন করে বলিল - মহাশয় আপণি একাকী ?ল

মহাবীর বলিল - এহি সংসারে প্রত্যেক ব্যক্তি একাকী এসেছে আর একাকী চলে যাবে । অন্য কেউ তার সথী হএনা ।

পুষ্য বলিল - না মহাশয় আমি তত্ত্ব-চচ্ছা করছিনি , ব্যবহারিক জগত কথাবার্ত্তা বলছি ।

মহাবীর বলিল ব্যবহারিক জগতে আমিত একাকী নেই ।

পুষ্য আশ্চর্য্যন্বিত হএ জিগেস কল - মহাশয় পরিবার বিহীন হএ মধ্য আপণি একাকী নই কেমতন ?

মহাবীর বলিল - আমার পরিবার আমার সাথে আছে । নিবিকল্প ধ্যান আমর পিতা , অহিংসা আমার মাতা , ব্রহ্মচর্য্য আমার ভাই আর অনাসক্ত আমার বোন । শান্তি হছে আমার প্রিয়া , বিবেক আমার পুত্র , ক্ষমা আমার কন্যা উপসম আমার ঘর আর সত্য আমার মিত্রবর্গ । এই সংপূ°এঃ পরিবার আমার সঙ্গে থাকবা সময় আমি ,একাকী হল কেমতন ?

এহা শুণে পুষ্য বলিল - মহাশয় মায়াজাল মধে আমাকে বান্দনা । আমার সমস্যা আপণাকে বলছি , দয়াপূর্বক সেথিপ্রতি ধ্যান দিন আপণার শরীর লক্ষণ আপণার শরীর লক্ষণ আপণাকে চক্রবর্ত্তীর সূচনা দিবার সময় আপণি এক সাধারণ ব্যক্তি বোলে সূচনা দাঅ ।তাই আমি এক দ্বন্দ্ব সম্মুখীন হছি । এহার সমাধান আমার জীবনব্যাপি সাধনার ফল নির্ভর করে

মহাবীর প্রশ্ন কল - পুষ্য কুহ ত চক্রবর্ত্তী কাহাকে বলে ?

পুষ্য - মহাশয় যাহার সম্মুখে সর্বদা চক্র ঘুরেথাকে , যাহারকাছে যোজনা বিস্তৃত সৈনবাহিনী ত্রাণ দবামতন ছত্ররত্ন থাকে যাহার কাছে চর্মরত্ন থাকে অর্থাত সকালে বিপন করথাকবা শস্য সন্দ্যা

সময় অঙ্কুরিত হএযাএ ।

মহাবীর - পুষ্য তুমি পূর্ব - পশ্চিম অধঃ - ঊর্দ্ধাদি যুন দিগে দেখ ধর্মচক্র আমার আগে ঘুরছে । আচার বা নীতিচর্য্যা মোর ছত্ররত্ন - সমগ্র মানব জাতি পরিত্রাণ । ভাবনাযোগ আমার চর্মরত্ন - তাইজনে বীজ বপন করাযাএ তাই ততক্ষণ ফল প্রদান করে আমি কি চক্রবর্ত্তনিই ? সামুদ্রিক শাস্ত্র কি ধর্মচক্রবর্ত্তী অস্তিত্ব নেই ?

এহিসম শুনে পুষ্য হর্ষচফুল চিত্ত বলিল - ভগবান আমি ধন্য হএছি , আমার সন্দেহ দূরীভূত হএছে ।

চণ্ডকৌশিক

একবার মহাবীর উতরবাচাল অভিমুখে যত্রা করছিল ।রাস্তাতে কনকখল আশ্রম মধ্যদিএ সে যাতে মনস্ত কল । কিছুদূর অগ্রসর হবাপর রাস্তাতে গ্রামবাসীরা বলিল - মহাভাগ এই বিপদ শঙ্কুল পথে আপণি যাঅনা কারণ , এহি পথে দেবালয় মণ্ডপতে চণ্ডকৌশিক নামক এক মহাবিষধর সর্প আছে । তার বিষদৃষ্টি পথারূঢ ব্যক্তিকে ততক্ষণাত ভস্মীভূত করেদিবে ।

এহাশুণে মহাবীর পুলকিত হএগেল । সে বহু দিন এমতন এক সুযোগ অপেক্ষাতে ছিল । অভয় আর মৈত্রী উভয় যুগপথ প্রাপ্তির প্রবল বাসনা হেতু গ্রামবাসীর অনুরোধকে উপেক্ষা কল গন্তব্য পথে অগ্রসর হল ।

চণ্ডকৌশিক মহাবিষধর সর্পর ক্রীড়াস্থল দেবালয় মণ্ডপতে মহাবীর কায়োসর্গ মুদ্রাতে নিমজত করে ধ্যানস্থ হল । চণ্ডকৌশিকসন্দ্যা

সময় সেতখানে পহঞ্চে এক জণা মানুষ বিদ্যমান দেখে স্তবধ হল । ভীতত্রস্ত জনমানব পাদচিহ্ন কবে পড় ছিলনি । নিজে স্থানে এই ব্যক্তির উপস্তত তাকে ক্রোধান্বত কল ।ক্রেধ জর্জর হএ উতফণ চণ্ডকৌশিক প্রবল বেগ হলাহল বিষ সংচারিত যাছিল । কিন্তু সে বিষ দৃষ্টি মহাবীর কুনু ক্ষতি করতে পারছিলনি । নিজের চেষ্টা বিফল দেখে ক্রেধ দ্বিগুণ হএ ক্রেধান্বিত হএ পুনঃ বিষদৃষ্টি মহাবীর উপরে নিক্ষেপ কল ।এইবার মধ্য মহাবীর পূর্বপরি অচল আর নিবিকার ।বারম্বার তার চেষ্টা বিফল দেখে সে ক্রেধতে পাগলপ্রায় হএগেল । সমস্ত প্রকার উদ্যম সত্বে কৃতকার্য্য হতেপারেনি , সেতেবেলে সে নির্বদে আর অবশ হএ মহাবীর সম্মুখে উপবেশন কল । শন্ত সমাহিত চিত্ত মহাবীর ধ্যানকার্য্য সমাপন কল চক্ষু যুগল তার করুণা , শন্তি আর ত্রৈী ধার ঝরেপডছিল । তার অমিয় দৃষ্টি সম্মুখে চণ্ডকৌশিক সে রুদ্র তামসিক , স্বভাব বিদূরিত হছিল । তার উত্তপ্ত শরীর শীতলতা সঞ্চারিত হল । এহাছিল মহাবীর অহিংসার ধর্মর প্রতিষ্ঠা তথা মৈত্রী বিজয় ।

ঙগবান মহাবীর পন্দর দিন পর্য্যন্ত বিচশ চণ্ডকৌশিক নিকটে অবস্থান কল । এই পন্দর দিন সে কুনু প্রকার খাদ্য বা পানীয় গ্রহণ কলনি ।চণ্ডকৌশিক মধ্য তার নিকটে বসে নির্জল উপবাস কল । পন্দর দিন অতিক্রান্ত হতে চৈত্র আমাবাস্যা দিন চণ্ডকৌশিকর মৃতু্য হল । ততপর ভগবান ভোজন নিমত উতরবাচল প্রস্থান কল ।সে নাগসেন গরে দুগধ পান কল । নাগসেন ভগবান

মহাবীরকে আতিথ্য প্রদান করে নিজেকে কৃতার্থ মনে কল ।
কিংবদন্তিতে আছে যে এহাদ্বারা সে পুণ্য অর্জন কল, তাহা তার জীবনে সবথিকে বড় দুঃখ কে অপহরণ করতে পারল ।নাগসেন পুত্র গত বার বর্ষর ধরে নিরুস্কিষ্ট হএছিল । মহাবীর ভোজন করবা সময় সে সঙ্গে সঙ্গে গরে আসল । পুত্র পিএ পুত্রহরা মাতাপিতা আনন্দতে সীমা রহিলনি ।

মহাবীর প্রতি অত্যাচার

তারপর মহাবীর মোরক কাছে যিএ সেইকানে একটি উদ্যান থাকবা এক মণ্ড়পতে ধ্যানস্থ হল । সূর্য্য পশ্চিম দিগভিমুখী হল । অন্দকার ঘোটেআসল । সেই সময় এক জনা এসে জিগেস কল ভিতরে কিএ আছে ? এহার কুনু উত্তর মিলনি । এহিপরি সে তিনথর প্রশ্ন কল । তথাপি বাতাবরণ সান্ত রহিল আর মৌনন্ত কিন্তুসে যেতেবেলে ভিতরকে গেল , সেইখানে এক জনা মানুষ উপস্থিত অবলোকন কল । এহাদেখে তার ক্রোধর সীমা রহিলনি । মহাবীর অদভুত ব্যবহার সে অতিষ্ঠ হএ তাকে অত্যন্ত খারাপ ভাষাতে বকল ।সে লোকটি চলেযাবাপরে মহাবীর অনুভব কল - আমি এপর্য্যন্ত ভাবছিল যে অন্যর স্থানে বসবাস করবা অনুচিত কিন্তু বর্ত্তমান দেখছি নিকাঞ্চন স্থানে বসবাস করবা মধ্য অন্যযনে সুখকর নই । সাধারণতঃ কুবাক্য উচ্চরণ করবা অপ্রিয় বোলে ভাবছিলাম কিন্তু মৌন রহিবা মধ্য কম অপ্রিয় নই।

আমি কাহার জনে কুনু অসন্তোষ কারণ হবা কদাপি বাঞ্চনীয়

নই । সংসারতে বভিন্নি প্রকৃতি লোক আছে । উদাহরণ - যেন ব্যক্তি জিজ্ঞাসা ভাব নিএ আমার কাছে আসছে আমি প্রলভন না হবা দেখে বীতস্প্যহ হএ ফিরেযাছে । যে একান্ত অধিবাসর প্রয়াসী , আমার উপস্থিত তাকে অসহ্য হছে । আমি ধ্যানমগ্ন থাকবা সময় জিজ্ঞাসু তথা নিনিমেষ নয়নকে চিহেঁ কৌতহহলে ভীতগ্রস্থ হছে । জনবহুল অঞ্চলে অবস্থান কলে বিভিন্ন অসুবিধা সম্মুখীন হবা স্বাভাবিক । এইথিকে শত গুনভাল পর্বত প্রতিবদ্ধক হবে না । এমতন নিশ্চয়করে ভগবান অরণ্য ভিমুখঈ হল আর আদিবাসী গ্রামে পহঞ্চাল ।কিন্তু সে দিগম্বর হবাজনে গ্রমবাসীরা তাকে গ্রামে রাখতে দিলনি । ভগবান সেইখানথিকে প্রত্যবর্ত্তন করে ঘন জঙ্গল মধ্যধ্যানস্থ হল ।জঙ্গল হিংস্র পশুদল মধ্য তার প্রতি অত্যাচার করছিল ।জঙ্গল ঘুরথাকবা একরকম কুকুর মহাবীরকে বরম্বার কামড়াছিল ।কত দুষ্ট প্রকৃতি লোক জেণেশুনে সেই কুকুর মহাবীর নিকটে পাঠাছিল । এ সমস্ত অত্যাচার সত্বে মহাবীর নিজের ধ্যানতে অটল ছিল ।

যোগী মহাবীর

প্রায়তঃ একান্ত স্থানে মহাবীর ধ্যনস্থ রহছিল । সাধকগণ দিব্যজ্ঞান প্রাপ্তি নিমিত্ত কত নিদ্ধিষ্ট আসন আশ্রয় নিছল , মাত্র মহাবীর একাধিক প্রয়াসী ছিল । সে কবে উপবেশন করে বা কবে দণ্ডায়মান হএ ধ্যান মগ্ন হছিল ।পদ্মাসন, বীরাসসন, গোহিক আদি বিভিন্ন আসনতে ধ্যানস্ত হএ ধ্যানতে বিভিন্ন সোপান সর্বোত্তম স্থানে পহঞ্ছেছিল ।যেমতন ধ্যান কলে মধ্য কায়োসর্গ মুদ্রা হিঁ সে ধ্যানস্থ

রহছিল । শ্বাসক্রিয়া ব্যতিত শরীর অন্যসমস্ত ক্রিয়াকে সে প্রতিহত করছিল ।ধ্যান জনে কুনু নিদ্ধিষ্ট সময় প্রতিক্ষা করছিলনি ।প্রত্যেক মুহুর্ত্ত তার জনে মূল্যবান আর লক্ষ্য ছিল আত্মজ্ঞান লাভ । সালংবন আর নিরালংবন এই দুই প্রকার ধ্যান সে করছিল ।কায়িক ধ্যানতে ক্লান্তি অনুভব কলে সে কিয়তক্ষণ বাচনিক আর মানসিক ধ্যান করছিল ।

ভগবান মৌন ব্রতর পরিপন্থী ছিল । ধ্যানর গভীরতা মধ্য নিশ্চয় হবা সময় সে এহি ব্রতর তাপ্তর্য্য বিশেষভাবে অনুভব কল । ভগবান মৌনব্রত প্রতিপাদন করতেযিএ বলেছিল - যাহা আমি দেখছি , সে বাকশক্তিহীন আর যে বার্ত্তালাপ করছে সে নিজে দেখতেপারছে । তাই আমি কাহাসংগে কথাবার্ত্তা করবে ।এমতন আবর্ত্ত মধ্যে তার স্বর বিলীন হএযাএ নিঃশব্দ হএযাএ । ভগবান প্রগলভ ছিল । ভাষা তাকে আয়ত করেছিলনি , বরং সে ভাষাকে আয়ত করতে পেরেছিল । উপযুক্ত সময় সমুচিত ও সীমিত শব্দমাধ্যমতে নিজে অভিব্যক্তি সে প্রকাশ করছিল ।

সাধনর পঞ্চম বর্ষ । ভগবান শীলা বর্ষ আসল । তার উপকণ্ঠতে এক উদ্যানতে সে ধ্যানস্থ হল । মাঘমাস রাজ্যতে শীত প্রকোপ । প্রত্যেক প্রণী উষ্মতা ব্যাকুল কিন্তু ভগবান বিবস্থ । যোগবল আর অত্মবলদ্বারা সে অপ্রকস্কিত ভাবে ধ্যানস্থ । এহি সময়ে কটপুতনা নামক এক পিসাচ এসে ভগবানকে দেখে ক্রেধান্বিত হল আর মায়াতে এক সুশ্রী তরুণী পরিব্রাজিকা রূপ ধশণকরে ভগবান সমুখতে উপবিষ্ট হল । সে নিজর বিক্ষিপ্ত জটাতে জল

সংগ্রহ করে ভগবান উপরে নিক্ষেপ কল , কিন্তু তথাপি ভগবান অবিচলিত । ঠিক এহি সময় ভগবান লোক বিধিজ্ঞান উপলবধি হল ।

সাধনকালে অষ্টম বর্ষতে সংস্কার ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ কল । ভগবান এসব নীরবতে সহ্যকরেগেল ।

সাধনার একাদশ বর্ষতে সংস্কার পুনরায় ভয়ঙ্কর আক্রমণ কল । নিজের সুরক্ষাজনে ভগবান সংস্কার তিব্র বিরোধ কল ।অন্ধকার রাত - ভগবান কায়োসর্গ মুদ্রাতে ধ্যানস্থ । এহি সময় তার অনুভিত হল যেমতন কি প্রলয়কাল উপস্থিত । হঠাত ভীষণ ধূলা উড়বা আরম্ভ হল । ভগবান বিচলিত হল নাহিঁ । ধূলিঝড় শান্ত হবা পরে মহুমাছি এসে তার শরীর বারম্বার দংশন কলে আর তার শরীর বিভিন্ন অঙ্গরু রক্তধার বহিতে লাগল । এহাপর বিভিন্ন প্রকার পশু যথা - সাপ, হাতী, বাঘ তথা পিসাচ এসে মহাবীরকে বিচলিত করতে না পেরে বিফল মনে ফিরে গেল । সংস্কার হঠাত তার গতিপথ বদলাল । ক্রুরতা বতর্ত্মান মুখা পিন্ধেতে লাগল । মহাবীর সম্মুখে হঠাত মহারাণী ত্রিশলা ও মহারাজ সিদ্ধার্থ আভির্বুত হল আর অতি করুণাস্বরতে দয়নীয় ভাবে মহাবীরকে রাজপ্রসাদ ফিরতে বলিল । তথাপি মহাবীর অচল আর অটল । করুণা নিঝর তাকে সিক্ত করতে পারলনি । সে সেমতন ধ্যানস্থ হল ।

সেই রঙ্গমঞ্চতে ত্রিশলা ও সিদ্ধার্থ অপসরিযিবাপর এক অনিন্দ্য সুন্দরী অপসরা আবির্ভাব হল । তার তার আঙ্গুল স্পর্শতে দীর্ঘ

কোমল কুঞ্চিত সংযত কেশপাশ, বারুচন্দ্রবিনিন্দী, মুখশ্রী, স্পীত বিকচ দীপ্ত কপোল, চারুচাপ ভ্রুলতা আকর্ণ্ঞবিস্তারী মীননেত্রাক্রান্ত, দীর্ঘ সুঠাম নাসা , প্রিয়ভাষিণী অধর, দাড়িম্ব বীজসদৃশ ধবল দন্তপংক্তি , প্রবাল বণ্ঞিল ওষ্ঠ ফলক স্পর্শসুখদায়ী গণ্ডযুগল , তড়িতপ্রবাহ , সৃষ্টিকারী চিবুক, ঊতফুল মণিকর্ণ্ঞকা , মরাকণ্ঠী কণ্ঠ , পীনোন্নত বক্ষোজ, কৃশদর, ক্ষীণকটী, সুবিস্তৃত পৃষ্ঠ নিতম্ব, রম্ভোরু, নূপুরশোভিত গুলফ , চারুপদ যুগল , সর্বোপরি যতিধৃতহরা কমনীয় রূপকান্তি, তরাঙ্গায়িত পদপাত, বিমোহন কটাক্ষ তপোবন - পৃষ্ঠভূমিকে মধুময় করেদিল । সহসা সতে কি নব বসন্তর আগমন এ সমস্ত সন্দর্শন তথাপি সত্যসন্ধ মহাবীর অচল অটল ।

সাধনার একাদশ বর্ষ সানুলটঠিয় গ্রামে মহাবীর ভদ্রপ্রতিমা যোগ উপাসন করেছিল । এই উপাসন অনুযায়ী সে পূর্বদিগকে মুখ করে কায়োসর্গমুদ্রা চারি প্রহর ধ্যান করছিও আর ততপর ক্রমান্বয় সে পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণভিমুখী হএ ধ্যান করছিল । ধ্যান ক্রমসোপান মার্গ আরহোণ করে সে পরিশেষ সর্বতোভদ্র প্রতিমা সাধন ব্যাপৃত হল ।ধ্যান করবা সময় উর্দ্ধ , অধঃ আর তীর্য্যক এই তিনটি সে ধেয়রূপে গ্রহণ কল । উর্দ্ধলোক দ্রব্যগুণ সাক্ষাতকার করবাজনে সে উর্দ্ধ-দিশাপতি ধ্যান করছিল । অধঃলোক দ্রব্যমানঙ্ক সাক্ষাতকার জনে সে অধেশতধশাপতী ধ্যান আর তীর্য্যক লোক দ্রব্য সমূহ সাক্ষাতকার জনে তীর্য্যক দিশাপতি ধ্যান করছিল ।

ভগবান মহাবীর স্বতন্ততার সাধক ছিল ।সে পরম সত্তাকে নিজেমধ্য আবিষ্কার করিল আর ভেদবিজ্ঞান-ধ্যানদ্বারা হৃদয়ঙ্গম করতেপারল যে এহি আত্মা শরীর থেকে মধ্য শরীরথিকে ভিন্ন । তার ধ্যান ধেয় তথা ধ্যানপ্রপ্ত একমাত্র লক্ষ্য ছিল আত্মপলবধ । যেমতন ঘণাদ্বারা তৈলকে তিলরু, অগ্নিকে অরণিকাষ্ঠ পৃথক করাযাএ , সেমতন ভেদবিঝ্ঞান দ্বারা শরীর আত্মা পৃথক করাযাএ ।

মহাবীর ধ্যনকালে শরীর ত্যাগ করে আত্মা উপলবধ করবা প্রযত্ন করবা । আত্মা , অমূর্ত্ত, সূক্ষ্মতম আর অদৃশ্য । মহাবীর আত্মা প্রজ্ঞ মাধ্যমতে গ্রহণ করছিল - আত্মা দ্রষ্টা আর শরীর দৃশ্য অটে । আত্মা জ্ঞাতা আর শরীর জ্ঞান অটে । ভগবান এহি দ্রষ্টা, জ্ঞাতা আর চৈতন্য স্বরূপ অনুভব করবা জনে ধ্যান করছিল । সে প্রথমে শরীর আর আত্মার প্রভেদজ্ঞান সূদৃঢ করছিল আর ততপর আত্মার চিন্ময় লীন হএযাছিল।

তন্মর্ত্তিযোগ

ধ্যনসময় মহাবীর সাধন আর সাধ্য মধ্য সমন্বয় স্থাপিত করত্ছল । তার ভাষাতে এহার নাম তন্মর্ত্তি বা ভাবক্রিয়া । এথিতে সাধক অতীতর স্মৃতি আর ঙৎঁষ্যত কল্পনাতে নিবৃত হএ কেবল বর্ত্তমান ক্ষণ করাযাবা কার্য্য পূণ্এঃ রূপ নিমজিত হল । মহাবীর এহিধ্যান প্রয়োগ চালিবা , খাবা আদি নীতিচর্য্যা মধ্য কল । সে চলবা সময় কেবল চলছিল- কুনু প্রকার চিন্তা করছিলনি , পথর দুই পার্শ্বর চাহুঁছিলনি বা অন্য সহিত বার্ত্তালাপ মধ্য

করছিলনি ।সেমতন খাদ্য গ্রহণ করবা সময় মধ্য কেবল খাছিল , খাদ্য স্বাদপ্রতি ধ্যান দিছলনি । তন্মর্ত্ত হবা জনে মহাবীর চেতনা সমগ্র ধারাকে আত্মাভিমুখী করছিল ।তার ইন্দ্রিয়, মন, বিচার, অধ্যবসায় আর ভাবনা - এ সমস্ত এই দিশাতে গতিশীল হছিল

পুরুষাকার আত্মার ধ্যান

মহাবীর দেখল যে আত্মার সমগ্র শরীর ব্যাপ্ত । পুরুষ আত্মময় হএথাকবা জনে সে পুরুষাকার আত্মার ধ্যান করচ্চল । সে শরীর প্রত্যেক অবয়ব আত্মার সন্দর্শন করছিল । মহাবীর বৈরাগী আর সংবর, অভ্যাস আর অনুভূতি দ্বারা মন ধারাকে চৈতন্যে মহাপ্রভু বিলীন করেদিচ্ছল ।

কৈবল্যলাভ

ভগবান মহাবীর গোদাহিকা আসনে আসীন । দুচ্দিন ধরে ঙপবাস, তথাপি মন ও শরীর ক্লান্তি আভাস নাহি । হঠাত নিজে মধ্যতে এক অপূর্ব অনির্বচনীয় অনুভূতি অনুভব কল । সে অনুভব কল নিজ মনে থাকবা অন্দকার পরদা ত্রমশ। অপসরিযাছে । চতুদ্ধিগ আলোক বন্যাতে প্লাবিত-যুগ-যুগব্যাপি বদ্ধজীব যেমতন অনন্ত মুক্তির আস্বাদন জনে বিহ্বলিত । এহি অনুভুতি তার দেহ ও মনকে উচ্ছসিত করছিল । এহি অবস্থাতে কৈবল্য প্রাপ্তির সঙ্কেত । মহাবীর অন্তঃকরণ পরিবর্ত্তন সহিত সর্বতঃ সমন্বয় রক্ষা করে তার পারিপার্শ্বক প্রকৃতি মধ্য নবীনতম রূপ ধারণ করে পলবিত হএউঠল । অন্দকার রজনী পরিসমাপ্তি প্রাচীদিগ বিভাগ

উষালোক বণ্ঞাঢ্য মহোসব সমগ্র বাতাবরণ উজীবিত করে রাখল জংভিয় গ্রাম নিকটে বহেযাথিবা রুজুবালিকা নদীকূলে এক বিশাল শালবৃক্ষ তলে মহাবীর ফলগুনী নক্ষত্র অপূর্ব সংযোগ পূত পবিত্র সময় মহাবীর জীবন সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রত উদযাপিত হল যোগিজনকাম্য দুলভ একান্ত ত্পসিত কৈবল্যপ্রাপ্তি ।

কৈবল্যপ্রাপ্তি পরে ভগবান সর্বজ্ঞ আর সর্বদ্রষ্টা রূপে পরিচিত হল । জগত সমস্ত পদার্থ ও সমস্ত পর্য্যায় সে জ্ঞাত হএগেল । তার উন্মোচিত মানসপটল সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পদার্থ তথা দূরস্থ সমস্ত পদার্থ মধ্য অনায়াস প্রতিবিম্বিত হতেপারল বর্ত্তমান তার মন মধ্য অসংখ্য প্রশ্নবাচী উতাল তরঙ্গ নাহিঁ বাদ্বন্দর কোলাহল নাহিঁ । সব কিছু শশৎড়্থ ফ্যশান্ত নির্লপ্তি । কেবলী হবাপর মহাবীর সেইখানে কিয়তক্ষণ বিশ্রাম করে পুনরায় সেঠারে এক অজণা পথে গতিশীল হতে লাগল ।

সেতুবন্দ

এহার প্রকৃত ভাষার সর্বকৃষ্ট মহাকাব্য । এই ভাষা মহারাষ্ট্র প্রাকৃত ।এহার রচনা করেছিল প্রবর সেন খ্রীষ্টিয় শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেছিল । এহি কাব্যর ১৫টি আশ্বাস সর্গ আছে । এই কাব্যতে বানর সেনা সহ লঙ্কাযাত্রা থিকে আরস্ক করে রাবণ বদ্ধ প্রর্য্যন্ত বণ্নিত হএছে ।

কাব্যর অরস্ক শরতর বণ্র্ঞনা হএছে । রামচন্দ্র বালী বধ করে সুগ্রীবকে রাজাকল এবং নিষ্ক্রিয় অবস্থাতে অত্যন্ত কষ্টতে

বর্ষারিতু অতিবাহিত কল। শণতরিতু আরম্ভতে সীতাঙ্কর অনুসন্ধানজনে পাঠাতেথাকবা হনুমানঙ্কর দীর্ঘসময় বিতিযাবাজনে রামচন্দ্র সীতা বিচ্ছেদ শোকতে অভিভূত হল।সীতাঙ্ক স্মৃতিতে রাবণঙ্ক উপরে ক্রোধানিত হএ বানরসেনা সহ লঙ্কাযাত্রা আরম্ভকলে। সেবিন্ধ্য পর্বত পারহএ দক্ষিণ সাগর তটতে পহঞ্চলে।সেখানে সুগ্রীবঙ্ক ভাষণতে বানরসেনা খুসিতে নাচত লাগল।জাম্ববান সবাই বানরসেনাকে উচিতকাজ জনে প্রেরণা দিল।বিভিষণ আকাশমার্গ থেকে এসে হনুমান সহ রামচন্দ্রঙ্ক সম্মুখতে উপস্থিত হল।

রামচন্দ্র সমুদ্রকে বহু পার্থনা সত্ব সমুদ্র বিচলিত হএছিলনা।রামচন্দ্র ক্রুধ হএ ধনুতে বাণ মাজিলে।বাণর প্রকোপতে সমুদ্রক্ষুবধ হল এবং সমুদ্র জীবজন্তুরা ব্যাকুল হতে লাগল। তবে বরুণ প্রার্থনা কল ও সেতু নির্মাণ জনে সম্মতি প্রদান কল।সেতুনির্মাণজনে বড বড পর্বতারাকে আণাগেল এবংএসবকে সমুদ্র গর্ভতে বন্ধ বান্ধবাদেখে সমুদ্র অত্যন্ত ক্ষুবধ হএ উঠল।বানরদের প্রচেষ্টা সত্বে সেতু নির্মাণহতেপারলনা ।ফলতে বানর সেনাগণ অত্যন্ত নিরাস হল । সুগ্রীব নল সহ মন্ত্রনা করল । অল্প সময় মধ্য সেতু বন্ধ বার্য্য সেষ হল । বানরসেনা সমুদ্র পার হএ লঙ্কাপুরি পহঞ্চাল । ঠিক সময়তে রাক্ষাসরা রাবণ কথা অমান্য করল । তাইজনে রামচন্দ্র প্রতাপ বঢতে লাগল ।

রাবণ সীতাকে সন্তুষ্ট নাকরতে পারে রামচন্দ্রর মায়া মাথা দেখাল । সতী সীতা কিন্তু বিশ্বাস করলনা । এই শোক অবস্থা

দেখে ত্রিজা তাকে আশ্বাসনা দিল । বহু আশ্বাসনা সত্বে সীতা সন্তুষ্ট হলনা । প্রাতঃকাল বানর শব্দ শুনে সীতা রাক্ষাসর মায়া বুঝতে পারল ।রাবণ রেগে উঠল । রাক্ষাসরা জাগ্রত হএ যুদ্ধ ক্ষেত্রতে আসল । উভয় পক্ষতে ঘোর সংঘর্ষ আরম্ভ হল । যুদ্ধ ক্ষেত্রতে রাবণ রামচন্দ্রকে দেখতে নাপেরে রেগেউঠল ।রাক্ষাস উপরে বাণ বিধ হল । মেঘনাদ রাম ও লক্ষ্মণকে নাগপাশতে বান্ধল । এহাদেখে দেবতারা ব্যাকুল হল ও বানর সেনা কিংকর্তব্যমূঢ হল । রামচন্দ্র আহ্বান ক্রমে গরুড নাগপাস বন্দন ফিটাল ও পরে পরে রাবণ বহু আত্মীয় স্বজন হারাবপর রণাঙ্গনতে প্রবেশ করল । রাম বাণতে আহাত হএ লঙ্কাপুরি প্রবেশ করে কুম্ভকর্ণকে জাগাল । অসময়তে কুম্ভকর্ণ নিদ্রাভেঙ্গে ক্ষুব্দ হএ যুদ্ধ জনে দৌডাল ।কুম্ভকর্ণ উপস্থিত প্রথমে প্রথমে বানর সেনা ভীতত্রস্ত হল । পরে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হল ও কুম্ভকর্ণ নিহত হল । বিভিষণ মন্ত্রণাতে লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিতকে বদ্ধ কল । এহাপর রামচন্দ্র ও রাবণ মধ্যতে যুদ্ধ হল । রামঙ্ক আক্রণ সত্বে রাবণর কুনু অঙ্গ নষ্ট হএনা কিন্তু পরে দশটি মাথাকে একটি বাণতে কেটে দিল । রাবণ বধ হল ও সংস্কার হল ।সীতাকে অগ্নি পরীক্ষা দিএ রামচন্দ্র অযোধ্যাপুর পত্যাবর্তন করল ।

এই মহাকাব্যটি রাবণ বধ প্রর্য্যন্ত বর্ণ্রনা জনে তাকে রাবণ বধ বোলে বলাযাএ । অন্য কতস্থলে এহাকে দশমুখ বধ বোলে নামকরণ করাগেছে । একৃত সমুদ্র, পর্বত, সূর্য্যেস্ত.আদি পকৃতি দৃশ্য বর্ণ্রনা খুব কাব্যাত্মক । এইটি কবির অনুভুতি গম্ভীরতা

এবং ব্যাপক দৃষ্টি ভঙ্গি পরিচয় মিলে । এইটি রামর ক্ষোভ , রাবণ চিন্তা, সীতর ত্রাস , বিভিষণ কৃতজ্ঞতা, রাক্ষাসগণর ভীতগ্রস্ত জনিত কার্য্যকলাপ আদি মানব ভাবনা সূক্ষ্ম চিত্রণ রহেছে । বানরসেনা ও রাক্ষাস মধ্যতে সংগ্রাম ও দ্বন্দ যুদ্ধ বণ্র্ঞনা বিস্তৃত ঢঙ্গতে ব্যক্ত । এহা বীর রসর প্রধান্য রহেছে । অন্য রসর মধ্য সমাবেশ রহেছে । দশম অশ্বাস কামীনি কেলি তথা রাক্ষাস সংভোগ বণ্র্ঞনা ও তার রূপ , গুণ সৌন্দর্য্য চিত্রণ উচকোটির ।

গউড়বহো :

এহা এক ঐতিহাসিক কাব্য ।এহা লৌকিক চরিত্র আশ্রয়তে লিক্ষিত এক প্রবন্ধ কাব্য । এহার রচয়িতা বাক পতিরাজ । প্রায় খ্রী:অ ৭৫০তে মহারাষ্ট্র প্রাকৃত রচনা করেছিল । সে কনৌজর রাজা যশোবর্মা আশ্রয়তে রহেছিল । যশোবর্মা এই কাব্যর রচয়িতা । এই গৌড জনৈক রাজার বধ বণ্র্ঞনা মাত্র দুইটি পদ্যতে সমাপ্ত ।ভাষা দৃষ্টিতে এহা অত্যন্ত মহত্বপূণ্র্ঞ । পরে জাণাগেলযে মাধবকুনুশক্র পাতাল পুরকে নিএগেল ।

সিংহল রাজকন্যা লীলাবতী শারদাশ্রা গর্ভতে জাত হল । একদিন লীলাবতী রাজা সাতবাহান চিত্র দেখে মোহিত হল ও স্বপ্নতে মধ্য সে তাকে দেখল । মা বাবা অনুমতিনিএ সে নিজ প্রিয়কে খোজতে লাগল । তার সঙ্গি গোদাবরী তটে খোজল । সেইখানে ভাসির মে মহানুমতীকে দেখল । সেই দুজণা এক সঙ্গে রহিল । এই সময় রাজা সাতবাহন সিংহল আক্রমণ করতে

চাঁহিল । কিন্তু তার সেনাপতি বিজয়ান্দ সিংহল সাথে ম্রেত্রি রাখবার জনে পরামর্শ দিল । মৈত্রি সংস্থাপক আবাহক রূপে সাতবাহন বিজয়ান্দকে সিংহল পাঠাল । গোদাবরী নদী পার হবা সময় বিজয়ানন্দ নৌকা গোদাবরী নদী তটে ভেঙ্গে গেল । সেত্থানে জাণতে পারল সিংহল রাজকুমারী সেইখানে রহেছে । সে লীলাবতী রূপ বিহোর হএ রাজা সাতবাহনকে জাণাল ।সাতবাহন সেইখানে উপস্থিত হএ লীলাবতী সাথে বিবাহ করতে চাইল । কিন্তু লীলাবতী .একটি সর্ততে বিবাহ করতে অস্বীকার করল । তাই হল যেপর্য্যন্ত মহানুমতী প্রিয়ঙ্কার সন্ধান নামিলেছে সে যাবত বিবাহ করবেনা । দৈবাত সেই সময়তে যক্ষরাজা নলকূবের , বিদ্যাধর হংস ও সিংহল একত্রিত হল । সবাএ উপস্থিততে এই বিবাহ কার্য্য সমাহিত হল ।

এই প্রাকৃতিক দৃশ্য কলাত্মক বণর্ঞনা , প্রেমিক ও প্রেমিকা দৃঢতা পরীক্ষা বন্ধন উল্লেখ যোগ্য ।

কুমারপাল চরিয় (কুমারপাল চরিত)

এহাকে ব্যাশ্রয় কাব্য বলাযাএ ।হেমচন্দ্র ব্যাকরণ নিয়মাবলী স্পষ্ট করবাজনে রচনা করেছিল । দ্বিতীয় ভাগ আঠ সর্গ প্রথম ছটি সর্গ মহারাষ্ট্র প্রাকৃত উদাহরণদি ও অবশিষ্ট দুটি স্বর্গর শৌরসেনা , মাগধা, পৈশাচি চুলকাপৈশাচি ও অপভ্রংশ ভাষাতে রচনা করেছিল ।সংস্কৃত ভয্ট কাব্য পাণিনা অষ্টাধ্যায় জ্ঞান এহার রচিত । এই কাব্যর প্রথম ভাগ সাত অধ্যায় বণিঞত সংস্কৃত ব্যাকরণ নিয়ম বুঝাএ ।

অণহিলাপুর নগরতে রাজা কুমারপাল শাসন করছিল ।সে বাহুবলতে রাঝ্যর সীমা বিস্তার করছিল । স্তুতিপাঠকরা প্রাতঃকালতে স্তুতি পাঠ দ্বারা রাজাকে জাগাছিল । রাজা তারপর নিত্য কর্ম করে তিলক লাগাছিল , ব্রাহ্মণদের অশীর্বাদ গ্রহণ করে লোকেদের গুহারি শুণছিল , মাতৃ ঘরে প্রবেশ করে লক্ষ্মী পূজা করছিল ও শেষতে হাতীতে বসে জিন মন্দির দর্শন জনে যাছিল । নিয়মানুসার রাজদরবার বসছিল ও সভা ভঙ্গপরে অশ্বারোহণ করে ধবল গৃহকে প্রত্যাবর্তন করছিল । মধ্যাহ্ন অতিবাহিত হবা পর ক্রীডাজনে জাছিল । কবির বসন্ত রুতুর বণ্র্ঞনা খুব রমণীয় ।এই প্রসঙ্গতে ক্রীডার মিলিত নরনারী বিভিন্ন অবস্থা বণ্র্ঞনা উপভোগ্য ।

গ্রীষ্মরুতু বর্ণ্ণনাতে কবি নিজঘর দাহর উক্তট বর্ণ্ণনা করেছে।এ রুতুতে জলক্রিডার বর্ণ্ণনা রহেছে।পঞ্চম সর্গতে বর্ষা,হেমন্ত ও শিশির রুতুর বর্ণ্ণনা রহেছে।পদ্মাবতী দেবীর পূজার ব্যবস্থা করাগেছে।এ প্রসঙ্গতে পুষ্মদ শব্দর একবচন ও বহুবচন রূপ গুডিকর উদাহরণ প্রস্তুত করাগেছে।তং তুং তুবং তুমং আণেহ নবইং নীরবকুসুমাইং

ভে তুবভে তুমহোয়হে তুয়, হে তুজাঝমণং দেহ।

হে সখী!তু,তু,তু,তু,ওতু,(তং,তুং,তুবং,তুহ,তুমং- এগুলি যুষ্মদ শব্দর প্রথমা এক বচনর রূপ) -তুমি সবাই নূতন দীপ পুষ্পআণ। হে সখীরা তুমে,তুমে,তুমে,তুমে ও তুমে(ভে তুমভে, তুমহোয়হে ও তুজঝ গুন শব্দ বহুবচন রুপ) তুমে সমস্তে আসন আন ।

উদ্যান ফেরে রাজা মহলকে এসে সন্দ্যাকর্ম সমাপন করে বিদ্যার্থীগণ সন্দ্যা সময়তে নির্ভয় খেলাখেলি করে চক্রবাক বিরহ হএ ।
চন্দ্রদয় হএ । রাজা মণ্ডপ আসীন হএ । পুরোহিত মন্ত্র পাঠ করে বাজা বাজে ও বীরঙ্গনা গণ থালা ধরে দীপাবলী রেখে উপস্থিত হএ । রাজার সম্মুখতে সেঠ , সার্থবাহাদি মহাজন আসন গ্রহণ করে ।বারণাসী, মগধ, গৌড , কান্যকুবজ, চেদি, মথুরা এবং দিল্লী নরেশগণ বশবর্ত্তী হল । বিজ্ঞপ্তি শ্রবণ পরে রাজা শয়নার্থ চলেযাএ ।নিদ্রাতে উঠে পরমার্থ চিন্তা করে । এই প্রসঙ্গতে সংদার পরিভ্রমণ, স্ত্রীসঙ্গ ত্যাগ, স্থল ভদ্র আদি মুনি মহাত্মা প্রশংসা ।

যশোবর্মাশত্রু বিধবা রমণী জীবন্ত বণ্র্ঞনা করে এক গ্রন্থ লিখেছে । তার বিলাপ, বিক্ষিপ্ত কেশ এবং অবিরত অশ্রু প্রবাহিত নয়ন বণ্র্ঞনা হৃদয় বিদারক ও মর্মস্পর্শী ।
বর্ষা রুতুপর যশোবর্মা বিজয় যাত্রা বণ্র্ঞনা অত্যন্ত আনন্দ দায়ক । এই উস্ঝব সুন্দরী যুবতীগণ নিজ নিজ গৃহ বাতায়ণ মধ্য উপভোগ করে ।অতিরক্ত আনন্দ জনে নিজর প্রসাদন ভুলে , নিজর অলঙ্কার গুন দান দিএ ।

বিজয়যাত্রার বিন্দ্যবাসী মহিষাসুর মর্দনিী শরতকালীন পূজার বর্ণ্ণনা জীবন্ত। দেবী শ্মশানতে সাধকগণ মহামাংস বিক্রিকরে ।গৌড নৃপতী যশোবর্মাঙ্ক ভয়তে ভীতগ্রস্ত হএ সেখানথেকে চলেযাএ।এ প্রসঙ্গতে গ্রীষ্ম ও বর্ষা রুতুর বর্ণ্ণনা মধ্য উল্লেখ যোগ্য।

শরত আগমনতে বিজয়যাত্রা আরম্ভ হএ। কনৌজথেকে মগধ পর্য্যন্ত বিজয় যাত্রাতে যাবা সময়ে প্রকৃতির বিভিন্ন রুতু পর্য্যায়র দৃশ্যখুব চিতাকর্ষক।যশোবর্মা বিন্ধ্য পর্বত কাছে উপস্থিত হবাথেকে গৌডদেশাধি পতি সেখানথেকে পলায়ন করে ।পরে ধরাপডে নিহত হএ।যশোবর্মা পূর্ব দিগতে যাত্রাকরে বিজয়শেষতে কনৌজ পত্যাবর্তন করে।

এ সমুদায় গ্রন্থতে পদ্যসংখ্যা মাত্র ১২০৯।বর্ণ্ণনা প্রায় শিথল ও অপ্রাসংগিক কিন্তু প্রকৃতি বর্ণ্ণনা সুন্দর, সজীব ও জীবন্ত ।গ্রাম্য জীবনর চিত্রণখুব বিস্তৃত ও অনুভূতিপূর্ণ্ণ।

লীলাবঈ (লীলাবতী)

লীলাবই গ্রন্থতে কবি নিজর পরিচয় দাএনি।এ কৃতির অজ্ঞাত নামা টীকাকারঙ্ক ভাষাতে কুতুহলনাম্মা বিপ্রেণ বিরচিতং লীলাবতী নাম কথারত্ন শৃণুত।কোউহল নামক ব্রহ্মণ নিজ পত্নীঙ্ক অনুরোধক্রমে মহারাষ্ট্রী পাকৃততে এ কাব্য রচনা করেছে। একাব্যর রচনাকাল প্রায় অষ্টম নবম শতাব্দী বোলি ধরাযাএ। এহার রচয়িতা এক পণ্ডিত পরিবারতে জন্ম করেছিল।ডক্টর নেমিচন্দ্র শাস্ত্রী এক মহাকাব্য বোলেছিল।

প্রতিষ্ঠানর রাজা সাতবাহন ও সিংহল রাজকুমারী লীলাবতীঙ্ক প্রেমকথা বর্ণ্ণতি আছে।অনুষ্টত ছন্দতে ১৮০০ গাথা আছে।কত গদ্য এখানে মিলে।

কুবলয়াবলী বুপলাশয় রাজ ও অপসরা রস্কা কন্যা । সে গন্ধর্ব কুমার চিত্রাঙ্গদ প্রেমতে আসক্ত হএ । দুজণা গন্ধর্ব বিবাহ করে । কুবলয়াবলী পিতা এবিষয় জেনে চিত্রাঙ্গদকেশাপ দিবাতে সে ভীষণ নামক এক রাক্ষাস হল । কুবলয়াবলী নিরাশ হএ আত্মহত্যা করতে বসল কিন্তু তার মা রস্কা উপস্থিত হএ উপদেশ দিল ধৈর্য্য ধরতে ।

বিদ্যাধর হংস বসন্তশ্রী ও শরদশ্রী নামক দুটি কন্যা । বসন্তশ্রী নলকুবের সহ বিবাহ করল । মহানুমতী এ দুইর কন্যা । মহানুমতী ও কুবলয়াবলী মধ্য অত্যন্ত প্রীতি ছিল । একবার দুজণা বিমান যোগে মলয় পর্বত গেল । সেইকানে সিধকুমারী সহ ঝুলণ খেলতে খেলতে মহানুমতী ও সিধকুমারী মধ্য প্রেম হল ।

খণ্ড কাব্য

প্রকৃততে খণ্ডকাব্য সংখ্যা কম । সাহিত্য দর্পণতে বিশ্বনাথ মহাপাত্র খণ্ড কাব্য সম্বন্ধতে বলেছে যে - খণ্ড কাব্য ভবেত কাব্য ।অর্থাত কাব্যর এক অংশ যাই অনুসরণ করে তাই খণ্ড কাব্য ।মহাকাব্য মতন খণ্ডকাব্য মধ্য প্রবংধ প্রধান কাব্য ।ডকটর নেমিচন্দ্র শাস্ত্র অনুসার প্রকৃত খণ্ড কাব্য নিম্নলিখিত তত্ব বিচার্য্য ।

১. লোক জীবন লোক জীবন সামান্য এবং সহজ প্রবৃত

২. বীরভব - বীর আখ্যান সমাবেশ , ঘৃণা ও ক্রেধ ভয় আদি আনয়ন

৩. প্রেমতত্ব - জনরূচি অনুকূল প্রেম তত্বর সমাবেশ ।

৪. পৌরাণিকতা - পৌরাণিক কথাবস্তু আশ্রয় হেতু পৌরাণিক

মানর সমাবেশ

৫. অহিংসা, বীরত্ব, তপ, ত্যাগ ইত্যাদি ।

কংসবহো

এহা এক আখ্যান কাব্য । এইটি কংস বধ বিষয় বর্ণিত শৈলাতে কালিদাস, ভারবি ও মাঘ প্রভাব স্পষ্ট ।শিশুপাল বধ লেখক কংসবহোলিখবার বিশেষ প্রভাব রহেছে । সে প্রাকৃত প্রকাশ উপরে প্রাকৃত বৃতিনামক টীকা ও কাব্য রচনা করেছিল ।

কংসবহো কথাবস্তু শ্রীমদ ভগবততে গৃহিত । এইটি চারটি সর্গ । সংস্কৃততে বহু ছন্দ ও অলঙ্কার প্রস্তুত । এহার ভাষা মহারাষ্টী ।

অক্রুর গোকুল এসে কৃষ্ণ ও বলরামকে কংস সন্দেশ দিএছে । ধনু উচ্ছবতে দুই ভণজা নিমন্ত্রিত । তিনজণা রথতে বসে মথুরা যাত্রা করে ।অক্রুর কৃষ্ণ বিরহ দুঃখি গোপীকে উপদেশ দিএ । কৃষ্ণ মথুরা কোদণ্ডশালা এসে ধনুভঙ্গ করে । এই মথুরা নগরী সরস বর্ণ্রনা করেছে ।

কংস মৃতু সমস্ত জনতাকে সন্তোষ লাভ করল । কুলযুবতী বিচরণ করল । উগ্রসেন রাজা হল ও কৃষ্ণ মা-বাবাকে কারাগার মুক্ত করল ।কৃষ্ণর বালক লীলা মধ্য রহেছে ।

উসাণিরুধ

রামপাণি বাবা এই কাব্যটি কংসবহো পূর্বর রচিত ।চার সর্গ বিস্তৃত এই কাব্য মধ্যম ধরণ প্রেম কাব্য ।গণ কন্যা উষা অনিরুধকে

স্বপ্নতে দেখল । প্রসন্ন রূপতে উষা ঘরকে আসল । চাকররা এই ঘটণা রাজাকে জাণাল । রাজা অনিরুধকে ধরে কারাগার করল । উষা তার বিরহ বিলাপ করল । কৃষ্ণ এ খবর পাএ ও বাণাসুর সহ যুদ্ধ করে ।বাণর সেনা পরাজিত হল এবং তার সহায়ক শিব কৃষ্ণকে স্তুতি করল । বাণ নিজ কন্যা উষাকে অনিরুধ সহ বিবাহ দিল ।অন্তিম সর্গতে নগরর নারী নিজের কাম সেরে উষা ও অনিরুধকে দেখতে আসল ।

এই খণ্ড কাব্য সমস্ত প্রবধ গুণ রহেছে ।কথাবস্তু সরস হএছে । উষা ও অনিরুধ বিবাহ সুন্দর বণর্ঞনা ।

মুক্তিক কাব্য

গাহাসতসই (ঘাথাসপ্তশতী)- এই গ্রন্থটি শ্রেষ্ঠতম কবিদের বাছা বাছা সাত শহ গাথা সংগৃহীত । এইটি ১৯৯৩খ্রী নিণর্ঞয় সাগর প্রেস বম্বেতে প্রকাশিত । প্রথমে এই গ্রন্থটি গ্রাহাকোষ নামতে পরিচিত ছিল । বাণভট্ট হর্ষ চরিত নামতে লিখা আছে । বাণ. রুদ্রট, মম্মট, বাগভট্ট , বিশ্বনাথ প্রভৃতি কাব্য ও অলঙ্কার আচার্য্যগণ এই কাব্যকে মুক্ত কণ্ঠতে প্রশংসা করেছে । এই গ্রন্থ অনুকরণ করে সংস্কৃত আর্য্যসপ্তশতী রচিত ।

হর্ষ চরিত বাণ লিখেছে -

অবিনাশন গ্রাম্যমকরোত সাতবাহনঃ ।
বিশুধজাতিভিঃ কোষ রনৈরিব সুভাষিতৈঃ ॥

এই কাব্যর প্রত্যেক গাথা স্বতন্ত্র । এইটি লোক জীবন বিবিধ পটকর জীবন্ত অভিব্যক্ত হএছে । গাথাদের বণির্ঞত দৃশ্য

গ্রাম্যজীবনথিকে নিবাহএছে ।গ্রামবাসীরা নগর বিলাস ব্যসন থিকে দূরতে ছিল , তাদের হৃদয় প্রেম , দয়া সহিষ্ণুতা প্রভৃতি দৃষ্টি দিএ ।ততকালীন সামাজিক প্রথা সুন্দর ভাবে চিত্রণ করাগেছে ।

প্রত্যেক গাথা কুনু না কুনু চমক্তারিতা দেখতে মিলিবা সঙ্গে সঙ্গে ব্যঙ্গত্মক শৈলীতে রমণীর ছাটা পরিলক্ষিত হএ । অলঙ্কার সংযোজনা দ্বারা কবি ভাবনা করতে পেরেছে । কুন খানে কাল মেঘর বিজুলী কাপ ছিল ।

চমদকারিতা পূর্ণ্ণ সুক্তির বহুলতা দেখতে মিলে । পুনশ্চ গ্রাম্য জীবনর সজীব চিত্রণ গ্রাম্যর দারিদ্র চিত্রণ অত্যন্ত হৃদয়স্পর্শী । যথা

দুগগঅ-কুটম্বঅটঠা কহণু মএ ধোই এণ সোচববা

দসিওসরন্ত সলিোলন উঅহ উণণং ব পএডণ ॥ (প্রথম অষ্টদশ পদ)

এইটি কৃষকদের দৈনন্দিন জীবনর ঘটণা অঘটণা উপরে সন্নিবেশিত চিত্র রহেছে । বিভিন্ন ঋতুতে চাষির কার্য্য বর্ণ্ণনা ও তার অনুভূতি স্পষ্ট ভাবে ব্যক্ত ।শরত কালতে প্রচুর শালি ধান আদয় পরে চাষিরা জুন প্রকার আনন্দ করে তাই নিম্ন প্রকার -

ণিপপণণ-সম্বস-রিদধী পছন্দং চাই পামরো সর এ

দলিঅ-ণত-সালি তণ্ডুল-ধবল-মিঅঙ্কাসু রাঈসু । (সপ্তম ৮৯ পদ)

এতদ ব্যতীত মধ্যাহ্ন সময় কর্মরত কৃষক বিলতে ভোজন করবা

বিষয় বর্ণ্ৰ্ঞনা রহেছে ।

ণব-কম্মি এণ হঅ-পারেণ বটঠুণ পাউ-হারাও ।

মোতক বে কোতঅ পগ গহম্মি অবহাসিণী মুককা ॥ (সপ্তম শতক-৯২ পদ)

কৃষক তার পত্নী দ্বারা আনীত ভোজন দর্শন হলকর্ম দ্বারা বলদ দউডি খুলবা ।

ও প্রিয়তমা ! আমি আমার প্রেম পত্র কি বা লিখব ? আমি আমার প্রথম দুটি চিঠি শেষ করতে পারিনি কারণ আমার শ্বেত সিক্ত ও অস্তির আঙ্গুল আমাকে বাধা দিছে ।

বাআই কিং ভণিজজ উকেতিঅ-মেতং বলিকখএ লেহে ।

তুহ বিরহে জং দুকখং তসস তুমং বেঅ রহিঅতথো ॥ (ষষ্ঠ শতক : ৭২পদ)

সংক্ষেপতে গাথা সপ্তশতী গাথাগুন নিম্নলিখিত ভাবে বিভক্ত করাগেছে ।

১. নায়ক-নায়িকার বিবিধ ভাব চিত্রণ ।

২. প্রেম প্রসংগতে সাময় কি রতিনীতি আদির চিত্রণ ।

৩. গ্রাম্য জীবনর মর্মস্পর্শী চিত্রণ ।

৪. ঋতু বর্ণ্ৰ্ঞনা ।

৫. নারী সৌন্দর্য্য অভব্যংজন ।

৬. দাম্কত্য জীবনর রোচক কথা ভাষা ।

বজলগগং

এহা এক সুন্দর মুক্ত কাব্য সংগ্রহ ।বহু প্রাকৃতিক কবির সুভাষিত গাথা এইটি সংগৃহিত । এই গ্রন্থতে ৭৯৫ গাথা রহেছে । এইটি প্রফেসর জুলিয়স লেওর দ্বারা সংপাতিত ও ১৯৯৪তে কালকতা এসিআটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল দ্বারা প্রকাশিত ।

বজ শব্দ দেশী এবং এহার অর্থ হছে অধিকার বা প্রস্তাব । এক বিষয় সম্বন্দিত সমস্ত গাথা এক বজান্তর্গত ।এই গ্রন্থর বর্ণ্ঞিত বিষয় হল - শ্রোতৃ, গাথা, কাব্য, সজন, দুর্জন , মিত্র, স্নেহ, নীতি,ধীর,সাহস,দৈব,বিধি,দীন,দরিদ্র্য, প্রভু,সেবক, সুবল,ধবল,বিদ্ধ্য,গজ,সিংহ, হরীণ, করভ, মালতী, ভ্রমর, সূরতরু, হংস, চন্দ্র, শিক্ষা, দীপক এবং পলাশ ব্যবসায়ী ।

আরস্কতে প্রাকৃত কাব্যকে অমৃত বলাযাএ - যে এহাকে পঢবে ও শুণেছে তারা চর্চ্চা করে ।

ললিএ মহুরকখরএ জুবলয়ণ বল্লহে সসংগারে ।

সন্তে পাইঅ জববেকো সককই সককয়ং পতিউং ॥

প্রাকৃত চরিত কাব্য

পউম চরিয় (পদ্ম চরিত)

এই গ্রন্থতে রামচরিত বর্ণ্ঞিত । পদ্ম রামঙ্ক অন্যনাম । এহার আধার বাল্মিকী রামায়ণ স্থলে ভিন্ন । দশরথর চারটি রাণী ছিল । কৌশল্যা অথবা অপরাজিতা, সুমিত্রা, কৈকয়ী ও সুপ্রভা । বনবাসতে রাম ও লক্ষ্মণ কেতেথর বিবাহ করেছিল । রাম গন্ধর্ব রাজার তিনি কন্যা সহ ও লক্ষ্মণ বজ্রকর্ণ্ঞভক আঠ কন্যা সহ বিবাহ করেছিল ।পরে পরে সুগ্রীব তের জণা কন্যার জল গ্রহণ

করেছিল ।লক্ষ্মণ লঙ্কা কাছে সমুদ্র রাজ কন্যা সহ ও শক্তিঘাত সময়তে চিকিসা করেছিল । অযোধ্যা রাজা রামঙ্কর আঠ শহ ও লক্ষ্মণঙ্ক তেরশহ রাণী ছিল । রাবণর ৬০০ রাণী ছিল । সুপণেখা নাম চন্দ্রনখা এবং তার পতি খরদূষণা রাবণ ভগিনী অনঙ্গকুসুমা সহ হনুমান বিবাহ হএছিল ।কথার শেষাংশ জৈন কল্পনা রহেছে । সীতা অগ্নি পরীক্ষাতে সফল হএ জৈন দীক্ষা গ্রহণ করেছিল ও পরে স্বর্গলাভ করেছিল । সীতার পুত্র নাম ছিল লবণ ও অঙ্কুশ । লক্ষ্মণ মলাপর নর্ককে গেল কারণ রাবণকে বধ করেছিল ।রাম অহিংসা ব্রত ধারণ করেছিল । সে দীক্ষা গ্রহণ করেছিল ও সাধনা দ্বারা মুক্তি পাল ।

এহা প্রকৃততে সর্বপ্রথম চরিত্র মহাকাব্য । বিদ্যাধর লোক, রাক্ষাস লোক, বানর কথা বণ্র্ঞনা মিলে । নগর নদী, পুষ্করিণী বণ্র্ঞনা স্থান রহেছে ।

সুরসুন্দবী চরিয়ং :

এহা এক প্রেমোপাখ্যান মহাকাব্য । সাধু ধনেশ্বর ১০৩৮ খ্রীষ্টাব্দতে এই গ্রন্থ রচনা করেছিল । এইটি ষোহল পরিচ্ছদ ও প্রত্যেক পরিচ্ছেদতে ২৫০টি করে পদ্য রহেছে । রস বিবিধতা কবির কলাকুশল তার পরিচয় দিএ ।

ধনসেঠ এক দিব্যমণি সাহায্যতে চিত্রবেগ নামক বিদ্যাধরকে নাগপাশ মুক্ত কল ।দীর্গকাল বিরহ পরে চিত্রবেগ বিবাহ প্রিয়তমা সহ

হল । সে সুরসুন্দরী ও নিজ প্রেম তথা বিরহ মিলন কথা শুণাএ ।সুরসুন্দরী মকরকেতু সহ বিবাহ হএ । শেষতে দুজণা দীক্ষা গ্রহণ করল । এই গ্রন্থতে ভীষণ অটবী, ভীল আক্রমণ, বর্ষাকাল, বসন্ত ঋতু, মদন মহোস্ছব , বিবাহ, বিরহ সমুদ্র যাত্রা সরস বণ্র্ঞনা মিলে ।

১. পূণ্র্ঞচন্দ্র কাহাকে ধারণ করে ? শশ-হরিণ ।

২. কৃষক ক্ষেততে কাহাকে চাএ ? জলকে

৩. অন্ত গুরু কিএ ? স (গণ)

৪. সুখ কণ ? শান্ত বা কষায় শমন

৫. পুষ্প সমুহ কাহাকে দেখে বিকশিত হএ ? শশাঙ্ক - চন্দ্রমা

৬. পরস্ত্রী জারপুরুষ সহ কেমণ ণঢ়ণ করে ? সংশংক- শঙ্কত হএ ।

সুপাসনাহ চরিয়ং (সুপার্শ্বনাথ চরিতং):

এই কাব্যর রচয়িতা লক্ষ্মণগণি ।এই কাব্যর নায়ক সপ্তম তীর্থ সুপার্শ্বনাথ । এইটি প্রায় আঠ হাজার গাথা রহেছে । পূর্বভব ও বর্ত্তমান জীবন বণ্র্ঞনা রহেছে ।

পূর্বভবতে সুপার্শ্বনাথ মনুষ্য ও দেবভব বিস্তৃত বণ্র্ঞনা মিলে । মনুষ্য সম্যক তত্ব ও সংযম নির্বাণ পথকে অগ্রসর হএ ।

তৃতীয় প্রস্তাবতে ছটঠ, অটঠম আদি তীব্র তপর কথা রহেচে । এইটি ধর্মতত্ব প্রাধান্য হেতু কবিত্বর সরসতা নেই । বহু ঘটণা

হেতু বর্ণ্ণনা মধ্য সংক্ষিপ্ত ।

সিরি বিজয় চন্দ্র কেবলি চরিয়ং :

খ্রীষ্টীয় ১০৭০অব্দরে শ্রী চন্দ্রপ্রভা মহতর এই কাব্যটি রচনা করাগেছে । এহার উদ্ধেশ্য জিন পূজার মহাত্ম্য প্রকট করবা ।অষ্ট দ্রব্যর পূজা করবা লিখা মিলে । এহা রচিত কাব্য অথবা কথা সংগ্রহ বলাযাএ । উদাহরণ স্বরূপ-
ভরত ক্ষেত্রতে রত্নপুর নগরী রিপুমর্দ্ধন নামক এক রাজা রাজত্ব করছিল । এহা ভার্য্যা নাম অনঙ্গরতি । এহা চস্কতি পুত্র বিজয়চন্দ্র । সে চন্দ্রমা মতন সমস্তকে প্রসন্ন করছিল। তার দুই পুত্র কুরুচন্দ্র ও হরিচন্দ্র । একদিন আচার্য্য দর্শনার্থে গেল । ধর্মউপদেশ শুনে সে সংসার প্রতি বিরক্ত হএ পুত্র বিজয়চন্দ্রকে রাজ্য ভার দিএ চলেগেল ।বিজয়চন্দ্র কত সময়পর নিজ পুঅ দুটিকে দুটি পুর অধিকার দিএ দীক্ষা গ্রহণ করল । বিজয়চন্দ্র ঘোর তপস্যা করে জ্ঞান প্রাপ্ত করল ।

মহাবীর চরিয়ং :

নেমিচন্দ্র সূরী ১০৮৪ খ্রীষ্টাব্দতে এই কাব্য রচনা করেছিল।

বলাহিপুর (বিদেহ) নগরতে এক দানী দয়ালু ও ধর্মাত্মা শ্রাবক রহছিল । একবার রাজার আজ্ঞাতে অনেক লোক সাথে বনকে কাঠ আনতে গেল। ভয়ঙ্কর জঙ্গলতে সে কাঠ কাটতে

লাগল ।ভোজন সময়তে এক আচার্য্য অনেক সাধু সহ রাস্তা ভুলে সেখানে এসে পহঞ্চাল। সে মুনিকে দেখে ভাবল আজকে তার বড সৌভাগ্য মহাত্মা দর্শন করেছে । সে মুনিকে অর্চ্চনা বন্দনা করে জিগেসকল - ভগবান আপণি কুন উস্কেশ্যতে এই ভয়ঙ্কর জঙ্গল বিচরণ করছ ? ধর্মলাভ আশীর্বাদ দিএ আচার্য্য বলিল ভিক্ষাজনে গ্রাম গ্রাম বুলছি । আচার্য্য কথা শুণে শ্রাবক তাকে গ্রামান্তর পহঞ্চাল ।আচার্য্য থিকে অহিংসা ধর্ম উপদেশ গ্রহণ করল ।সে উপদেশতে বলিলযে ব্যক্তির জীবন নীতি ,ধর্ম ও মর্য্যদা পালন করেনা পরে সে পশ্চাতাপ করে ।
ডক্টর নেমিচন্দ্র শাস্ত্র অনুসার এই চরিত কাব্য মনোরজংন তত্ব অপেক্ষা মানসিক তৃপ্তির সাধনা বিদ্যমান ।

নাট্য সাহিত্য

নাট্য সাহিত্যর প্রভৃত জ্ঞানর্জন করবা লেখকরা বলছে নাট্য সাহিত্য দশপ্রকার এবং অঠর প্রকার উপরুপক বণ্র্ঞনা আছে ।

এইটি ভাণ,ডিম,ত্রেটক, সট্টক, গোষ্ঠি, প্রেক্খণ, রাসক, হল্লাষক, এবং ভাণিকা ত্যাদি লোকনাট্য বণ্র্ঞনা মধ্য রহেছে । উপরোক্ত শব্দমান প্রকৃত । প্রহসন প্রচার মধ্য জনসাধারণতে অধিক পরিমাণতে রহিবে । এ গুনর উদাহরণ সংস্কৃততে মিলে ।এ গুন মাত্র এক দুই রুপে উপলবধ । যেহেতু নাটক গুন

রাজদরবারতে হছিল । তাইজণে রাজদরবারতে সংস্কৃত নাটক সংরক্ষিত হএছিল। পণ্ডিত মততে প্রকৃততে বহু সংখ্যক নাটক রচিত হএছিল । কিন্তু পরে পরে স্বতন্ত অস্তিত্ব অনুপযোগ হল ।

মুচ্ছনটিক বিদূষক মুখতে শুদ্রক বলেছে যে, দুটি বিষয় হাস্যরস সৃষ্টি করে , যথা - স্ত্রীর সংস্কৃত বলবা এবং পুরুষ নিম্ন স্বরতে গান করবা । কতস্থলে সুত্রধর সংস্কৃত বলবা দেখাযাএ ।কিন্তু স্ত্রী সম্বোধন করবা সময়তে প্রকৃত প্রয়োগ করে । একাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত রচিত নাটক জনসাধারণ ভাষাজনে প্রাকৃত প্রয়োগ খুব স্বাভাবিক । কারণ প্রাকত ছিল সেকালর গণভাষা ।

মহাকবি কালিদাস (খ্রী:অ. চতুর্থ শতাব্দী) মধ্য প্রাকৃত ভাষার এক মহান প্রেমী ছিল । তার রচনাতে গদ্য জনে শৌরসেনা ও পদ্য জনে প্রায়তঃ মহারাষ্টী ব্যবহার করেছে । নপুংসক, জ্যেতি এবং বিক্ষিপ্ত শৌরসেনা কথাবার্তা হছিল ।

সট্টক

অভিনব গুপ্ত(খ্রীষ্টাব্দ ১০ম শতাব্দী) নাট্য শাস্ত্র টীকা সর্বপ্রথমে কোহল ইত্যাদি দ্বারা লক্ষ্য তোটক , সট্টক এবং রাসক পরিভাষা দিবাসময় সট্টক নাটিকা সহ সমান বোলে বলাযাএ । হেমচন্দ্র অনুসার সট্টক একটি ভাষাতে রচিত । কিন্তু নাটিকাতে সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষাতে রচিত । কিন্তু নাটিকাতে সংস্কৃত ও

প্রাকৃত উভয় প্রয়োগ হএছে ।কর্পুর মংজরী অনুসার
সো সট্টও তি ভণই দ্বারা জো ণাডিআই অণু হরই ।
কিং ভণপবে সবিকখয়কাংইং কেবলংণ দাসন্তি ॥
১. কর্পুর মংজরী

এহা সট্টক মদ্য সর্বাপেক্ষা উতম । এহার রচয়িতা হছে সংস্কৃত কবি রাজশেখর ।সে যাযাবর ব্রাহ্মণ ছিল ও কনৌজ নরপতি মহেনদ্র পাল উপাধ্যায় ও রাজকবি ছিল। এহার পিতা কুনু রাজ্যর মুখ্যমন্ত্রী ছিল । এহার পত্নী অবন্তী সুন্দরী মধ্য এক বিদুষী ও কবিয়ত্রী ছিল ।এহার মনোরংজনার্থ রাজশেখর কর্পূরমংজরী লেখল । কাব্য মামাংসা এহা অন্যতম কৃতি । এহার সময় সন ৮৬৪ রু ৯২৫ মধ্য বোলাযাএ ।রাজশেখর কাব্যশাস্ত্র জণে বিখ্যাত আচার্য্য ছিল ।কর্পুর মংজরী প্রায়তঃ শৌরসেনা প্রাকৃত ব্যবহার । কতক স্থানে পদ্যতে মহারাষ্ট্র প্রাকৃত লিখবার মনবলাএছে ।

পরিসী সকক অবদ্ধা পাউ অবন্ধো বি হোই সুভামা
পুরিস মহিলাণং জেতি অমহন্তরং তেতি অমিমাণং ॥

সংস্কৃত রচনা পুরুষ এবং প্রাকৃত রচনা সুকুমার । পুরুষ এবং মহিলা মধ্যতে যতকি অন্তর , ঠিক ততকি অন্তর সংস্কৃত ও প্রাকৃত কাব্য মধ্যতে । রাণী ভ্রমলেখা ইর্ষা হেতু নায়ক নয়িকা প্রেম বহু বাধা উপস্থিত হএ ।এই বাধা সৃষ্টি এবং নায়ক নায়িকা মিলন নাট্যতে স্বয়ং কল্পনা মৌলিকতা দেখাযাএ ।

২. বিলাসবতী

বিলাসবতীর লেখক প্রাকৃত ব্যাকরণ প্রাকৃত সর্বস্বর রচয়িতা মার্কণ্ডেয় (প্রায়ঃ সপ্তদশ শতাব্দী)। এই রচনাটি অপ্রাপ্য । সাহিত্য দর্পণর রচয়িতা বিশ্বনাথ বিলাসবতী নামক এক নাট্যরাসক র উল্লেখ করেছে ।প্রাকৃত সর্বস্ব নিম্ন লিখিত গাথা প্রাপ্ত ।

৩. লীলাবতী

মালবগর প্রসিদ্ধ কবি রামপণিবাদ এইটি বাথ । এইটি মাত্র এক অঙ্কহিঁ । এক দুই কিম্বা অতি অধিক তিনটি মাত্র পাত্র থাকে । এইটি শৃঙ্গার রসর প্রাধান্য খুব বেশী উপলবধ হএ ।এই কারণতে এহার রাজা দেব নারায়ণ সম্মুখ অভিনীত হএ । বীথির ভাষা সাধারণতঃ কৃতিম ।

৪. চন্দ্রলেহা

এই সট্টকটি ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দতে রচিত । এহার লেখক কালিবট নিবাসী রুদ্র দাস পারণব বংশতে জন্ম গ্রহণ করেছিল। চারটি জবনিকান্তর বিশিষ্ট এই সট্ট ক মান দেব ও চন্দ্রলেখর বিবাহ বর্ণ্ণনা মিলে ।অতএব শৃঙ্গার প্রাধান্য রহেছে । এহার ঢশলী ওলপূর্ণ্ণ । কথাবার্ত্তা অত্যন্ত সুন্দর । চিন্তামণি কৃপাতে সুসারর সুন্দরতম যুবতী অঙ্গরাজ চন্দ্রব্রর্মা কন্যা চন্দ্রলেখা মানদেব

নিকটকে আসল । তাকে দেখবা মাত্রে রাজা মোহিত হএগেল । পট্টমহিষা ভয়তে আতঙ্কিত হএ রাজা লুকায়িত ভাবে চন্দ্রলেখা সহ দেখা করল । পাটরাণী এই গুপ্তপ্রেম রহস্য জাণতে পারল । চন্দ্রলেখা ভাই চন্দ্রকেতু তাকে খুজে খুজে বেরকরল ।রাণী তার ভাই দুঃখজনিত অবস্থা দেখে সে চনদ্রকেতু বোনকে খুজবার জনে অনুরোধ করল ।চিন্তামণি দেবতা সাহায্যতে চন্দ্রলেখাকে উদ্ধার করল ও চন্দ্রলেখা সবাএ সম্মুখতে উপস্থিত হল । পরিশেষ দেবতার নির্দ্ধেশ রাজা ও চন্দ্রলেখা বিবাহ জনে অনুমতি দিল । পদ্য গুনতে প্রাকৃতি দৃশ্য বর্ণ্ঞনা অতি সুন্দর হএছে । নবচন্দ্রর চিত্রণ নিম্নতে প্রদত -

চদণ - চচ্চিঅ সদ্ধ - দিসন্ত
গরু - চওর সুহার - কুণন্তে
দীহ - পসারিঅ পীহল - বুন্দে
দীসই - দিণণরসো তীবতন্দে -
(৩২১) ॥

অর্থাত সব দিগ দিগন্ত চন্দন চর্চ্চতি করে, সুন্দর চকোর পাখি গুন সুখ প্রদান করে , নিজ কিরণ সমূহ দূর দূরান্ত প্রসার করে সরস নব চন্দ্রমা দেখাযাএ ।

৫. রস্কামঞ্জরী :

এহার লেখা নয়চন্দ্র (১৪শ শতাব্দী) ঙশষাতে কবিতা করে রাজা মনোরংজন করবাতে নিপুণ ছিল । নিজে নাট্যকার

উক্তিযে - এহা কর্বুর মংজরী থিকে অধিক সুন্দর । বাস্তবতে এহা যেমন এক উচ্চকোটীর ।যদি কথাতে মৌলিকতা রহেছে ।কিন্তু তত রুচিকর নেই ।পদ্য মধ্য অপেক্ষাকৃত তত ভাল নেই ।

বনারস রাজা জৈতচন্দ্র সাত রাণী । তার লটনরেশ ্দেবরাজ কড়্যা রস্কা সহ প্রেম ছিল এবং তার সহ বিবাহ করতে চিএছিল ।রাজা মদন জরতে পিডিত হএরস্কার খবর জাণতে নারায়ণ দাসকে পাঠাল ।নারায়ণ রস্কাকে সঙ্গে নিএ আসল । রস্কা অন্যত্র বিবাহ করে সুধা জৈতচন্দ্র প্রেমতে আনন্দ লাভ করল ।পরে কর্পুরিকা সহ নিদ্রাসুখ চাইবা সংঙ্গে সংঙ্গ রাজা রস্কাকে সুখ করতে কহিল । তারপর রস্কা আসল ও রাজা তাকে কোলতে বসিএ মন বিনোদন করল ।পরে সে রস্কাকে অপহরণ করে বিবাহ করল ।

এই সট্টকটি অপূর্ণ্ঞ কিম্বা এহার কিছু অংশ নষ্ট হএগেছে । কারণ এহার উদ্ধেশ্য কিছু বুঝতে হএনা ।নিয়ম, সামন্তবাদী , যাহার সাতটি স্ত্রী থেকে সুধা রস্কা সহ কাম ক্রীডা জনে মন বলাল এবং তাকে অপহরণ করে বিবাহ করবা আভিজাত্য সংস্কারতে অনুকূল নই ।কবিতা খুব সুন্দর । বর্ণ্ঞনা রসাত্মক , ভাবযুক্ত ও বিবাহ জনিত মিলন রসাত্মক বর্ণ্ঞনা কাব্য হতে পেরেছে ।

৬. সিঙ্গারমংজরী

এহার রচয়িতা কবি ঘনশ্যাম, মহারাষ্ট্রর ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দতে জন্ম গ্রহণ করল । এই সট্টকতে কর্পুর মহজরী প্রভাব আদৌ নেই ।

এই সট্টকতে মৌলিকতা রহেছে ।হাস্য ও ব্যঙ্গর উপাদান প্রচুর মাত্রাতে মিলে ।এই দুটি গর্ভ নাটক রহে কথাকে গতিশীল করছে । এই কথাকে বিশ্লেশণ করলে জাণাযাএ যে এহাকে কবি সংস্কৃত ভাবে প্রাকৃত অনুবাদ করেছে । তাইজনে কৃতিমতা দেখাযাএ ।বররূচির প্রাকৃত প্রকাশ অবলম্বনতে ভাষার রূপ গঢাযাএ ।রাজশেখর প্রাকৃত নৈসর্গিক রূপ এইটি নেই । এই নাটকতে বিদূষক উক্তির অশ্লীল হস্য হেতু শিথিলতা আছে । এইটি সাগরর্ভক সম্বাদ গুন সংযোজনা খুব উচ্চকোটীর ।

চারটি জবনিকা প্রাকৃত কিন্তু প্রথমতে দুথর এবং চতুর্থতে এক সংস্কৃত প্রয়োগ মিলে। কবিতা দৃষ্টিতে এইটি উত্তম শ্রেণীর সট্টক ।